খবরের ঘণ্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা

স্বাধীনতা দিবস

- শ্রী অরবিন্দের দেশাত্মবোধ
- মধ্যরাতে ভারতের স্বাধীনতা
- নেতাজি ও স্বাধীনতার স্বপ্ন
- স্বাধীনতা কত ত্যাগে ?

With best compliments from :

SACHITRA GROUP OF COMPANIES

MANUFACTURING :

★ TARAI FOUNDRY WORKS PVT.LTD

M.S. STRUCTURALS & WIRE NAILS

★ SACHITRA ROLLING MILLS PVT.LTD.

M.S. ROD M.S. FLATS &

TORKARY BAR

MANUFACTURING :

★ SACHITRA STEEL INDUSTRIES (P) LTD

GREEN TEA FACTORY

★ CHOUDHURY TRADE & INDUSTRIES

HB WIRE, BLACK WIRE, WIRE NAILS

★ SACHITRA FOUNDRY & WIRE INDUSTRIES

C.I. CASTING

AGRICULTURE :

★ BASANTA AGRICO-

PLANTATION PVT.LTD.

RETAIL :

★ PAUL AUTOMOBILES

★ M&C IRON STORES

★ VIBGYOR ENTERPRISE

SILIGURI INDUSTRIAL ESTATE

SEVOKE ROAD,SILIGURI - 734001

74777 17100,01,02,03, 04,05,06,09, E-mail : mcislg2009@gmail.com

TERAI NURSING INSTITUTE
APPROVED BY WBNC & INC
"কন্যাশ্রী" ছাত্রীদের
STUDENT CREDIT
CARD মাধ্যমে GNM
NURSING COURSE
এ ভর্তি করান এবং নারী
শিক্ষার বিস্তার ও নারী
ক্ষমতায়ন এ একটি বলিস্ট
পদক্ষেপ গ্রহন করুন
Free Addmission in
Nursing GNM Course
Contact us for more information
99331-76656
www.terainursing.com

।। श्री माँ ।।

GREETINGS TO ALL
ON THE BIRTH ANNIVERSARY
OF SRI AUROBINDO, 15TH AUGUST
&
80th INDIAN
INDEPENDENCE DAY

আর. জী.
বস্ত্র বিপনী

RED IS THE COLOR OF
PHYSICAL ACTIVITY,
CREATIVITY

Ajay Goyal
Mob. : 94340-46134

GREETINGS TO ALL ON THE
BIRTH ANNIVERSARY OF SRI AUROBINDO
&
80th INDIAN INDEPENDENCE DAY

"In the right view both of life and of yoga all life is either consciously or subconsciously a yoga"

- Sri Aurobindo

"भारत राष्ट्रों का गुरू है, मानव आत्मा का उसके अधिक गंभीर रोगों में चिकित्सक है ; उसके भाग्य में एक बार फिर विश्व के जीवन को नये साँचे में ढालना लिखा है।"

- Sri Aurobindo

SAPPHIRE PAPERS MILL (P) LTD.

3rd Floor, Leelashri Building, Subhash Market, George Mahabert Road,
Siliguri (W.B), Pin-734001, Phone : +91 - 0353-2431040
E-mail : info@sapphirepapers.com

খবরের ঘন্টা

RNI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)

Special Issue

1st Aug to 31st Aug — **INDEPENDENCE DAY**

স্বাধীনতা দিবস, ২৯শে শ্রাবণ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

আগষ্ট ২০২৬ স্বাধীনতা দিবস

উপদেষ্টামণ্ডলী ঃ জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী), ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক), গৌতমবুদ্ধ রায়, মনা পাল (শিল্পোদ্যোগী), তরুন মাইতি (সমাজকর্মী), রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক), দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ), সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী), ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ), নির্মল কুমার পাল (সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব), সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী), সামসুল আলম (শিক্ষক), বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী), সাজু তালুকদার (সমাজসেবী, বীরপাড়া), নির্মলেন্দু দাস (কবি ও বিজ্ঞানী), ভাস্কর বিশ্বাস(সিভিল ইঞ্জিনীয়ার), অশোক রায় (পন্ডিচেরী), শিবেশ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী, বিধাননগর, শিলিগুড়ি), পুস্পজিৎ সরকার(শিক্ষক), ডঃ রঘুনাথ ঘোষ (অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), অনিন্দিতা চ্যাটার্জী (আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি, সঙ্গীত শিল্পী), সোনালি সামন্ত (রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত নার্স, বানারহাট) , ডঃ গৌরমোহন রায় (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটো, বীরেন চন্দ (সম্পাদক, উত্তরধ্বনি পত্রিকা), নীতিশ বসু (চেয়ারম্যান, পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট), কমলেশ গুহ (সমাজসেবী, দ্য হিমালয়ান আই ইন্সটিটিউট), নন্দিতা ভৌমিক (বাচিক শিল্পী), সোমা দাস (শিক্ষিকা), পাপ্পালি চক্রবর্তী (সঙ্গীত শিল্পী), প্রিসকিল্লা ইলোরা লাকড়া (সমাজসেবী, শিলিগুড়ি), ডঃ বিমল চন্দ, সুজিত ঘোষ (বাপি....হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি)

দাম ঃ ২০ টাকা

Editor : Bapi Ghosh
Cover : Sanjoy Kr. Shah
Laser Typing : Bapi Ghosh

Owner Bapi Ghosh, Printer Bapi Ghosh, Publisher Bapi Ghosh, Published from Matrivilla, Arabindapally Siliguri & Printed from Media Zone, Hakimpara (Ashrampara), Siliguri, Editor Bapi Ghosh

সম্পাদক ঃ বাপি ঘোষ। স্বত্তাধিকারী ঃ বাপি ঘোষ কর্তৃক মাতৃ ভিলা, অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত এবং মিডিয়া জোন, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি থেকে মুদ্রিত।

KHABARER GHANTA
Aurobinda Pally, Siliguri
e-mail : bapighosh300@gmail.com
Mobile : 98320-64424, 96418-59567 (Whatsapp)

এই পত্রিকায় প্রকাশিত যাবতীয় বিজ্ঞাপনের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপনদাতার, দায়িত্ব পত্রিকার নয়। পত্রিকার লেখকদের মতামত নিজস্ব
সম্পাদক ঃ খবরের ঘন্টা।

সূচীপত্র

১৫ আগষ্ট ২০২৬ স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য......বিকাশ দত্ত.......০৩
শ্রী অরবিন্দের দেশাত্মবোধ..................বিপ্লব সরকার...............০৪
মধ্যরাতে ভারতের স্বাধীনতা................ড. অসমঞ্জ সরকার.......০৬
নেতাজি ও স্বাধীনতার স্বপ্ন................সুব্রত পাল.....................০৭
শিক্ষক দিবসের উজ্জ্বলতা................কাকলি বসু বিশ্বাস............০৮
শ্রী অরবিন্দ ও স্বাধীন ভারত................অবিনাশ চক্রবর্তী..........০৯
স্বাধীনতা কত ত্যাগে?................অশোক বিশ্বাস.....................১০
৫ সেপ্টেম্বর ভারতে শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা ....চিত্তরঞ্জন সরকার.................................১১
দারোগা হত্যায় ফাঁসিকাষ্ঠে শহিদ বিপ্লবী রোহিনী বড়ুয়া................অলোক রঞ্জন বড়ুয়া............................১২
কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা..........মুসাফীর..............২৭

ঃঃ কবিতা ঃঃ

আশার আলো....................রিয়া মুখার্জী..............................১৪
পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্ত ভারত..........কমলা সরকার.........১৪

ঃঃ প্রতিবেদন ঃঃ

আত্মসংযমই জীবনের প্রকৃত আনন্দ শ্রী অরবিন্দের দৃষ্টিতে গীতার বার্তা..২০
আত্মসংযম থেকে ঈশ্বর চেতনার পথে; শ্রী অরবিন্দের আলোকে গীতা প্রবাহ শিলিগুড়িতে..২১
শুধু পতাকা নয়, স্বাধীনতার স্বাদ পৌঁছাক প্রতিটি মানুষের ঘরে....২২
মার্কশীট নয়, মানুষ গড়াই আসল শিক্ষা.................................২৩
অঙ্ককে আনন্দে শেখানোর মন্ত্রে আজও সক্রিয় স্বপনেন্দু নন্দী.....২৩
অভ্যাস-যোগ এবং বৈরাগ্যের মাধ্যমে আগুনরুপী মনকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব, শিলিগুড়িতে গীতা জ্ঞান প্রবাহ....................২৪
উন্নয়ন শুধু অবকাঠামোয় নয়, চাই মানবিকতারও বিকাশ বললেন সুব্রত দত্ত...২৫
শোক কাটাতে রচনাত্মক কাজে যুক্ত হওয়ার পরামর্শ আচার্যের....২৫
মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু হলো নিয়ন্ত্রনহীন মন, শিলিগুড়িতে গীতা জ্ঞান প্রবাহ...২৬
দেশ সেবাই ঈশ্বরসেবা, মানবসেবায় 'এগু স্মাইল'.....................২৭
ভারতীয় সংস্কৃতির আলোয় এগিয়ে দার্জিলিং পাব্লিক স্কুল..........২৮

খবরের ঘন্টা এখন শুধু প্রিন্ট মিডিয়াতেই নেই, খবরের ঘন্টা রয়েছে বিভিন্ন সোস্যাল মিডিয়াতেও।

You Tube Link :
https://youtube.com/@KHABARERGHANTA
Facebook Page Link :
https://www.facebook.com/slgkg/
Google Web Portal :
www.khabarerghanta.in

সম্পাদকীয়

স্বাধীনতা শুধু পতাকায় নয়, আমাদের মনেও

১৫ আগস্ট আমাদের গর্বের দিন। অসংখ্য স্বাধীনতা সংগ্রামীর আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত এই স্বাধীনতা শুধু পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি নয়;এটি একটি দায়িত্বও।

আজ স্বাধীনতার ৮০তম বর্ষে দাঁড়িয়ে আমাদের প্রশ্ন করতে হবে, আমরা কি সত্যিই স্বাধীনতার আদর্শকে জীবনে ধারণ করছি?

ঘৃণা, হিংসা, কুসংস্কার, দুর্নীতি, অন্যায় ও অসহিষ্ণুতা থেকে মুক্ত না হলে স্বাধীনতা পূর্ণতা পায় না। একজন মানুষের পাশে দাঁড়ানো, একটি গাছ লাগানো, অসহায়কে সাহায্য করা, শিশুকে শিক্ষার সুযোগ দেওয়া কিংবা নিজের দায়িত্ব সততার সঙ্গে পালন করাও দেশসেবা।

'খবরের ঘন্টা' বিশ্বাস করে;ভালো খবর, মানবিকতা ও ইতিবাচক চিন্তার প্রচারও দেশ গঠনের একটি পথ।

এই স্বাধীনতা দিবসে তাই আসুন, শুধু পতাকা উত্তোলন নয়;নিজের হৃদয়েও দেশপ্রেম, মানবিকতা ও দায়িত্ববোধের পতাকা উত্তোলন করি।

স্বাধীনতা শুধু একটি দিন নয়, স্বাধীনতা প্রতিদিনের অঙ্গীকার।

জয় হিন্দ।

১৫ আগস্ট ২০২৬ স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য

বিকাশ দত্ত (জলপাইগুড়ি)

২০২৬ সালের ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীনতার ৭৯তম বর্ষ উদযাপন করবে। ১৯৪৭ সালের এই দিনেই দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের পর ভারত ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করে। তাই দিনটি শুধু একটি জাতীয় উৎসব নয়, বরং অসংখ্য স্বাধীনতা সংগ্রামীর আত্মত্যাগ, সাহস এবং ঐক্যের স্মারক। বিশ্বজুড়ে অস্থিরতা, প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তন এবং সামাজিক নানা চ্যালেঞ্জের মধ্যে স্বাধীনতার প্রকৃত মূল্যবোধ;ঐক্য, গণতন্ত্র, মানবিকতা ও সাংবিধানিক আদর্শকে আরও দৃঢ়ভাবে ধারণ করার প্রয়োজনীয়তা বেড়েছে।

তরুণ প্রজন্মের কাছে স্বাধীনতার ইতিহাস, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মত্যাগ এবং জাতীয় দায়িত্ববোধ তুলে ধরা আজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

স্বাধীনতা কেবল রাজনৈতিক মুক্তির নাম নয়; শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক ন্যায়, নারী-পুরুষের সমতা, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনের মধ্য দিয়েও স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ বাস্তবায়িত হয়।

ধর্ম, ভাষা, জাতি ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্যের মধ্যেও ঐক্যে শক্তি;এই চেতনাকে আরও শক্তিশালী করার বার্তা বহন করে স্বাধীনতা দিবস।

শ্রী অরবিন্দ একসময় বলেছিলেন, ভারতের স্বাধীনতা শুধু ভারতের জন্য নয়, সমগ্র মানবজাতির বৃহত্তর কল্যাণের পথও উন্মুক্ত করবে। সেই ভাবনা আজও প্রাসঙ্গিক। স্বাধীনতার ৭৯তম বর্ষে আমাদের অঙ্গীকার হওয়া উচিত;একটি উন্নত, মানবিক, আত্মনির্ভর, বিজ্ঞানমনস্ক ও মূল্যবোধসম্পন্ন ভারত গড়ে তোলা, যেখানে স্বাধীনতার সুফল সমাজের প্রতিটি মানুষের কাছে সমানভাবে পৌঁছে যায়।

স্বাধীনতা দিবসের মূল বার্তা হতে পারেস্বাধীনতার গৌরব রক্ষা করি, ঐক্য, সততা ও মানবিকতার শক্তিতে গড়ি উন্নত ভারত।

সকলকে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা ঃ

Ph. : 0353-2526499
Cell : +91 9679640492
E-mail : ghoshsamrat18@yahoo.com

SHAMBHUNATH GUEST HOUSE

Making Luxury Affordable

Rasiklal Ghosh Sarani, Opp. Hotel Gateway
Sevoke Road, Siliguri, Pin - 734001, W.B.

শ্রী অরবিন্দের দেশাত্মবোধ

বিপ্লব সরকার
(দেশবন্ধু পাড়া, শিলিগুড়ি)

শ্রী অরবিন্দের দেশাত্মবোধ ছিল গভীর আধ্যাত্মিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ। তাঁর কাছে দেশপ্রেম শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ছিল না, বরং ভারতমাতাকে এক জীবন্ত দেবীশক্তি হিসেবে উপলব্ধি করার সাধনা ছিল।

তিনি বলেছিলেন ,ভারত কেবল একটি ভূখণ্ড নয়; ভারত এক জীবন্ত শক্তি, এক দেবীমূর্তি।

শ্রী অরবিন্দ বিশ্বাস করতেন, ভারতের স্বাধীনতা ঈশ্বরেরই ইচ্ছা এবং এই দেশ বিশ্বমানবতার জন্য এক বিশেষ আধ্যাত্মিক বার্তা বহন করবে। তাই তিনি যুবসমাজকে আত্মত্যাগ, সাহস, চরিত্রগঠন এবং জাতির সেবায় আত্মনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছিলেন।

তাঁর মতে, প্রকৃত দেশাত্মবোধের মূল ভিত্তি হলো;মাতৃভূমিকে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা করা।

ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে উঠে জাতির কল্যাণে কাজ করা।শক্তিশালী চরিত্র ও আত্মনিয়ন্ত্রণ গড়ে তোলা।ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে ধারণ করে আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে এগিয়ে চলা।

শ্রী অরবিন্দের ভাষায়, দেশকে ভালোবাসা মানে শুধু তার মাটিকে ভালোবাসা নয়, তার আত্মাকে জাগিয়ে তোলা। তাঁর দেশাত্মবোধ আজও তরুণ প্রজন্মকে মানবতা, আত্মশক্তি ও জাতীয় পুনর্জাগরণের পথে অনুপ্রাণিত করে।

মধ্যরাতে ভারতের স্বাধীনতা

ড.অসমঞ্জ সরকার

(অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, শিবমন্দির, শিলিগুড়ি)

২০০ বছরের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকাল শেষ হয়েছিল ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট। ভারত স্বাধীন হল। কিন্তু এই স্বাধীনতা অর্জন মোটেও সহজ ছিল না।পথ ছিল বন্ধুর, কন্টকাকীর্ণ। অসংখ্য বীর শহীদের প্রাণের বিনিময়ে পাওয়া এই স্বাধীনতা। অহিংস আন্দোলন (যাঁর নেতৃত্বে ছিলেন গান্ধীজি) ও সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে ভারত-আকাশে উদিত হয় স্বাধীনতার সূর্য। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে নেতাজির আজাদ হিন্দ বাহিনীএর অবদান অপরিসীম ও অনস্বীকার্য।

১৯৪৩ সালে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ বাহিনী পুনর্গঠিত হয়ে স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকারের সেনাবাহিনী ঘোষিত হয়। আই.এন.এ.ব্রিটিশ ও কমনওয়েলথ বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান চালায়।পরে ব্রিটিশ মিত্রবাহিনীর বিরুদ্ধে ব্রহ্মদেশ অভিযান চালিয়ে তারা ব্যর্থ হন। যুদ্ধশেষে বাহিনীর বৃহত্তর অংশকে ভারতে ফিরিয়ে আনা হয়। তাদের মধ্যে কারোর কারোর বিচারও হয়। এই বিচার ঐতিহাসিক আই.এন.এ. ট্রায়াল বা রেড ফোর্ট ট্রায়াল নামে পরিচিত। ভারতবাসী এই বিচার মন থেকে মেনে নিতে পারে নি। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ভারতীয় সেনা শিবিরে অসন্তোষ দানা বাঁধতে থাকে।১৯৪৬ সাল। সেই সময় ভারতীয় নৌবাহিনী এর ভারতীয় নাবিকদের মধ্যে জাতিগত বৈষম্য, খারাপ কাজের পরিস্থিতি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় তাদের প্রতিনিধিত্বের অভাবে ক্রমশ অসন্তোষ বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং অবশেষে বিদ্রোহের আকার নেয়। দেখতে দেখতে বিদ্রোহের আগুন দাবানলের মতো দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত কেঁপে ওঠে। ইংরেজরা বুঝতে পারে ভারতীয় সেনা দিয়ে ভারতকে আর শাসন করা যাবে না।

এছাড়াও ১৯৪৬ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে ব্রিটেনের রাজকোষ শূন্য হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় ব্রিটেনের পক্ষে আভ্যন্তরীণ বা আন্তর্জাতিক কোনোরকম সাহায্যলাভ অসম্ভব হয়ে

With Best Compliments From :

CELL : 7908298434

CHITTARANJAN SARKAR

(HEAD TEACHER)

FORMER ASST. TEACHER
KENDRIYA VIDYALAYA
BAGDOGRA & SUKNA (CBSE BOARD)

Add : Madhya Chayan Para (Ghogomali
Ward No. 37 (SMC), SILIGURI
Ph. : 9832435998

পড়ে। ব্রিটেনের লেবার সরকার বুঝতে পারে যে ভারতে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক অস্থিরতাকে সামাল দেওয়ার ক্ষমতা ও অর্থবল ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনী হারিয়ে ফেলেছে। তারা ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটানোর সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৪৭ সালের গোড়ার দিকে ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করে দেন যে ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে তারা ভারত ছেড়ে চলে যাবে।

স্বাধীনতা ঘোষণার সময় যত এগিয়ে আসতে থাকে , পাঞ্জাব ও বাংলা প্রদেশের হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তত বৃদ্ধি পায়। দাঙ্গা রোধে ব্রিটিশ বাহিনীর অক্ষমতার কথা মাথায় রেখে ভারতের তদানীন্তন ভাইসরয় লুইস মাউন্টব্যাটেন ক্ষমতা হস্তান্তরের দিনটি সাতমাস এগিয়ে আনেন। তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের আত্মসমর্পণের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তির তারিখ ১৫ আগস্ট দিনটিকে ক্ষমতা হস্তান্তরের তারিখ হিসাবে বেছে নেন। ঐদিন জাপানের সম্রাট মিত্রশক্তির কাছে আত্মসমর্পণের কথা ঘোষণা করেন। মিত্রশক্তির সুপ্রিম কম্যান্ডার ছিলেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন । অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অক্ষশক্তির পরাজয়ের দিনটিকেই তিনি ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতার দিন হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন।

অবশেষে ধর্মের ভিত্তিতে ভারত দ্বিখণ্ডিত হল। লক্ষাধিক মুসলমান,শিখ ও হিন্দু শরনার্থী রাডক্লিফ লাইন পেরিয়ে নিরাপদ দেশে আশ্রয় নেন। পাঞ্জাবে শিখ অধ্যুসিত অঞ্চলগুলি দ্বিখণ্ডিত হওয়ায় রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা শুরু হয় ।বাংলা ও বিহারেও দাঙ্গা শুরু হয়ে যায় ।প্রচুর মানুষ প্রাণ হারান।১৯৪৭ সালের মধ্য রাতে ১৫ আগস্ট সূচিত হলে জহরলাল নেহরু তাঁর বিখ্যাত নিয়তির সঙ্গে অভিসার অভিভাষনটি প্রদানের মাধ্যমে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন ।(তথ্যসূত্রঃ উইকিপিডিয়া;নিউজ বাংলা;আজাদ হিন্দ ফৌজ --উইকিপিডিয়া)

নেতাজি ও স্বাধীনতার স্বপ্ন

সুব্রত পাল
(বাঘাযতীন কলোনি, শিলিগুড়ি)

যে স্বাধীনতার জন্য জীবন বাজি রেখেছিলেন ,ভারতের স্বাধীনতা দিবসের কথা উঠলেই যে নামটি গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করতে হয়, তিনি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। তাঁর কাছে স্বাধীনতা ছিল না কোনও দান;ছিল অধিকার, যা অর্জন করতে হলে সর্বস্ব ত্যাগ করতেও প্রস্তুত থাকতে হবে।

তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব--- এই আহ্বান অসংখ্য ভারতীয়কে স্বাধীনতার সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে তিনি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের নেতৃত্ব দেন এবং স্বাধীন ভারতের স্বপ্নকে আরও তীব্র করে তোলেন।

নেতাজির স্বপ্নের ভারত ছিল ঐক্যবদ্ধ, শক্তিশালী, আত্মনির্ভর ও আত্মমর্যাদাশীল ভারত; যেখানে মানুষের মধ্যে বিভেদ নয়, থাকবে দেশপ্রেম ও জাতীয় ঐক্য।

আজ স্বাধীনতার এত বছর পর নেতাজিকে স্মরণ করার সবচেয়ে বড় অর্থ হলো নিজেদের প্রশ্ন করা---আমরা কি তাঁর স্বপ্নের ভারত গড়তে পারছি?দেশপ্রেম শুধু পতাকা উত্তোলন, স্লোগান বা সামাজিক মাধ্যমে পোস্টে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। সততা, শৃঙ্খলা, পরিশ্রম, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাহস এবং মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মধ্যেই প্রকৃত দেশপ্রেম ।নেতাজির প্রতি শ্রদ্ধা শুধু তাঁকে স্মরণ করা নয়;তাঁর স্বপ্নের ভারত গড়ার দায়িত্ব নেওয়া ।জয় হিন্দ।

With Best Compliments From :
Cell : 9932240797
9434222599

ANURADHA BOOK STALL
Deals in :
W.B. Board Books, NCERT, CBSE, ICSE BOOKS
School & Office Stationary Seller & Suppliers
Netaji Sarani, Haider Para, Siliguri-734006
Email : anuradhabookstall64@gmail.com

শিক্ষক দিবসের উজ্জ্বলতা

কাকলি বসু বিশ্বাস (দেশবন্ধু পাড়া ,শিলিগুড়ি)

দেবী সরস্বতী বিদ্যার দেবী। বিদ্যা যোগ আলয় বিদ্যালয়। যেখানে দেবী সরস্বতী অধিষ্ঠান করেন তার নাম বিদ্যালয়, দেবী সরস্বতীর আশীর্বাদ যার মাধ্যম দিয়ে মানবজাতির কাছে বর্ষিত হয়, সেই মাধ্যম হল শিক্ষক/শিক্ষিকা যারা আমাদের মানবজাতিকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করে পথ প্রদর্শন করেন। তারা আমাদের চরিত্র গঠন করেন, শৃঙ্খলা বোধ শেখান,আর নিজস্ব ব্যক্তিত্বকে, সৎ চিন্তা, শুভ বুদ্ধি, একতা ভালোবাসার মেল বন্ধনে গড়তে অনুপ্রেরণা যোগান। শিল্পী, লেখক , ডাক্তার , ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী ইত্যাদি হওয়ার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য নিঃস্বার্থ ভাবে তাদের মনের প্রসারতা বৃদ্ধির জন্য মহীরুহর মতো দাঁড়িয়ে থাকেন।

জীবন একটা যাত্রা পথ যেখানে উজ্জ্বল দিন বা অন্ধকার দুটোই পাশাপাশি বিরাজ করে। সেই পরিস্থিতিতে তাদের পাশে এগিয়ে যাবার জন্য যার অবদান সবচেয়ে বেশি বিকশিত হয়। তিনি হলেন একজন শিক্ষক/ শিক্ষিকা, সব শিক্ষার্থী সমান হয় না, কেউ খুব বিদ্যান কেউ বা কম, সেক্ষেত্রে শিক্ষক/ শিক্ষিকা তাদের অপরিসীম স্নেহ, ভালোবাসার বন্ধনে তাদের মানসিক শক্তির আধার হয়ে ওঠে যারা একটু পিছিয়ে, তারা শুধু পুঁথিগত বিদ্যায় বিশ্বাসী নয়, তাদের ভাবনা থাকে সঠিক পথে অনুপ্রাণিত করে। একজন দায়িত্বশীল নাগরিক রূপে সমাজে প্রতিষ্ঠা করা তাদের জীবনকে বিকশিত করা পূর্ণাঙ্গ রূপে তাদের জীবনের মূল্যবোধের বিকাশ ঘটিয়ে মনের প্রসারতা বৃদ্ধি করে সমাজ কে ঐক্যবদ্ধ করার জন্যে উৎসাহিত করা।

শিক্ষিক/ শিক্ষিকাদের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ অপরিসীম স্নেহ ভালোবাসার মেল বন্ধন একজন তরুণ মনকে বিকশিত করার প্রচেষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও সম্মান প্রদর্শনের জন্য ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন ভারতের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি ৫ই সেপ্টেম্বর দিনটিকে শিক্ষক দিবস হিসেবে উদযাপিত করেন, আজ বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় একজন শিক্ষক/ শিক্ষিকাই পারেন নতুন প্রজন্মের চোখে উজ্জ্বল আলোর দিনের স্বপ্ন দেখাতে আর বাস্তবায়িত করতে।

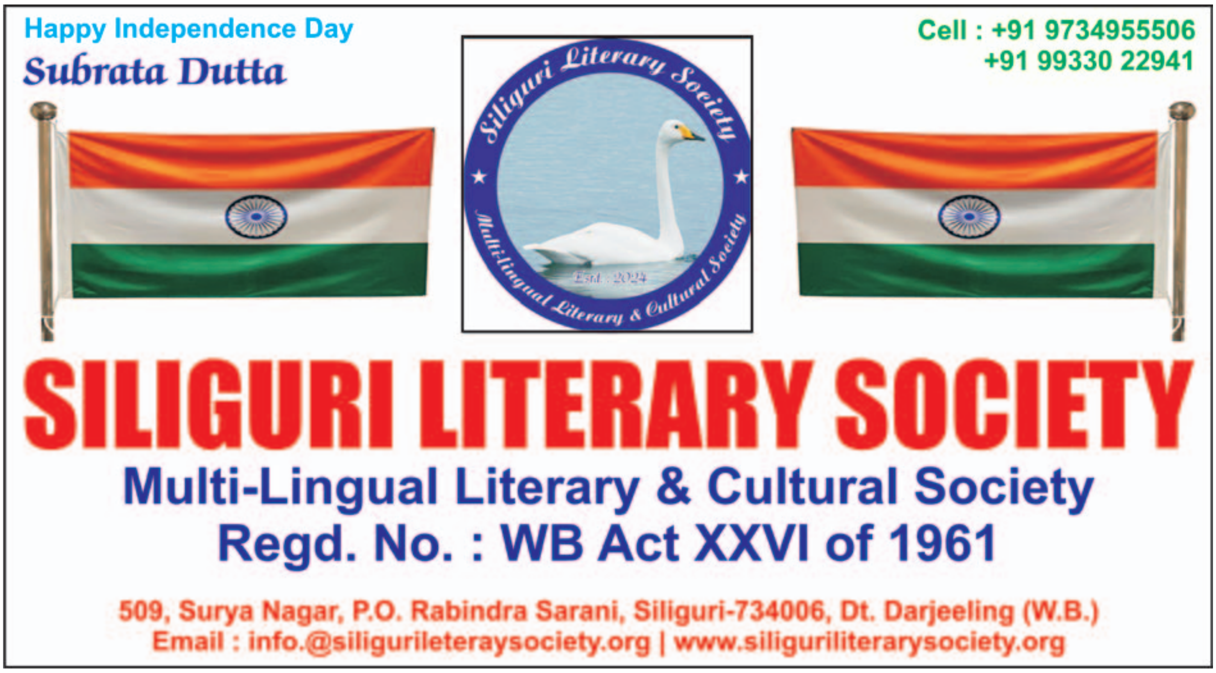

শ্রী অরবিন্দ ও স্বাধীন ভারত

অবিনাশ চক্রবর্তী

(আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি)

১৫ আগস্ট শুধু ভারতের স্বাধীনতা দিবস নয়;এই দিনেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন ভারতের অন্যতম মহান চিন্তাবিদ, বিপ্লবী ও ঋষি শ্রী অরবিন্দ। ১৮৭২ সালের ১৫ আগস্ট তাঁর জন্ম। আর ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীন হলো।

স্বাধীনতার দিন তাঁর ৭৫তম জন্মদিনে শ্রী অরবিন্দ ভারত ও বিশ্বের ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁর বিখ্যাত 'পাঁচ স্বপ্নের' কথা বলেছিলেন। তাঁর প্রথম স্বপ্ন ছিল স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ ভারত। তিনি চেয়েছিলেন ভারত শুধু রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন হবে না, অভ্যন্তরীণ বিভাজন অতিক্রম করে ঐক্য ও শক্তির পথে এগিয়ে যাবে।

তাঁর স্বপ্ন এখানেই শেষ হয়নি। তিনি চেয়েছিলেন এশিয়ার জাগরণ, মানুষের বৃহত্তর ঐক্য, ভারতের আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিশ্বের কল্যাণে কাজে লাগানো এবং শেষ পর্যন্ত মানবজাতির আরও উচ্চতর চেতনার দিকে বিবর্তন।

তাই আজকের স্বাধীনতা দিবসে শ্রী অরবিন্দকে স্মরণ করা মানে শুধু একজন স্বাধীনতা সংগ্রামীকে স্মরণ করা নয়; কেমন ভারত আমরা গড়তে চাই, সেই প্রশ্নটিও নিজেদের করা।

তিনি এমন ভারত চেয়েছিলেন, যে ভারত নিজের ঐতিহ্যে গর্বিত হবে, আধুনিকতায় এগিয়ে যাবে, বিভাজনের ঊর্ধ্বে উঠে ঐক্যবদ্ধ হবে এবং নিজের জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক শক্তি দিয়ে মানবতার কল্যাণে ভূমিকা নেবে।আজ আমাদের স্বাধীনতার উৎসব তাই শুধু পতাকা উত্তোলনে সীমাবদ্ধ না থাকুক।শ্রী অরবিন্দের স্বপ্নের ভারত গড়ার অঙ্গীকারই হোক স্বাধীনতার প্রকৃত শ্রদ্ধাঞ্জলি।

SILIGURI END SMILE SOCIAL WELFARE SOCIETY

Reg. No. S0007690 of 2019-2020

'মানুষের সাথে মানুষের পাশে'

আমরা আছি, আমরা থাকবো

ভারতীয় সেনা বাহিনীর জওয়ান দ্বারা পরিচালিত শিলিগুড়ি এণ্ড স্মাইল পরিবার। এই পরিবারে তিনটি স্কুল চলছে যেখানে ১২০ জন দরিদ্র অসহায় পরিবারের ছোট্ট ছোট্ট শিশুকে শিক্ষার আলোতে আলোকিত করতে এগিয়ে এসেছে এই পরিবার। এছাড়া এণ্ড স্মাইল পরিবার সমাজের অসহায় মানুষের সেবাতে তৎপর।

আপনারাও চাইলে এই ছোট ছোট শিশুদের পাশে দাঁড়াতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন। আপনাদের দেওয়া সাহায্য পুরোপুরি ইনকাম ট্যাক্স ছাড় পাবে।

যোগাযোগ করুন এই নম্বরে - ৭৯০৮৮৪৬৫৮১/7908846581

Siliguri End Smile Social Welfare Society

SBI A/C : 39797661125

IFSC CODE, SBIN0014549

Google pay, phonepe no 7908846581

স্বাধীনতা--কত ত্যাগে ?

অশোক বিশ্বাস

(জলপাইগুড়ি)

ভারতের স্বাধীনতার জন্য যারা শহিদ হয়েছেন তাদের মধ্যে প্রায় ১৩,৫০০ শহিদের নাম সরকারি অভিধানে নথিভুক্ত। কিন্তু তাঁদের বাইরেও অসংখ্য মানুষের ত্যাগ, কারাবরণ, নির্যাতন ও আত্মবলিদান ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

যাঁদের আমরা ভুলব না----মহাত্মা গান্ধী, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, ভগৎ সিং, ক্ষুদিরাম বসু, চন্দ্রশেখর আজাদ, রাজগুরু, সুখদেব, বীর সাভারকর, সরোজিনী নাইডু, মাতঙ্গিনী হাজরা, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, অরুণা আসফ আলি, উষা মেহতা, রানি লক্ষ্মীবাই;এঁরা শুধু কয়েকটি নাম; স্বাধীনতার ইতিহাস তৈরি করেছেন অগণিত পরিচিত-অপরিচিত মানুষ।

১৫ আগস্ট দিনটি শুধু ব্রিটিশ শাসনের অবসানের স্মৃতি নয়। এটি ত্যাগ, ঐক্য, সাহস ও স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকার অর্জনের দিন।

নতুন প্রজন্মের কাছে বার্তা হলো দেশকে ভালোবাসা শুধু জাতীয় পতাকা উত্তোলন বা ‘জয় হিন্দ’ বলার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

সততা, দায়িত্ববোধ, মানুষের পাশে দাঁড়ানো, পরিবেশ রক্ষা করা, অন্যায়কে না বলা এবং নিজের কাজটি নিষ্ঠার সঙ্গে করাও দেশপ্রেম।

কিন্তু আজ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, কিসের স্বাধীনতা ? যদি দুর্নীতি করি, অন্যায় দেখি কিন্তু প্রতিবাদ না করি, মানুষের বিপদে পাশে না দাঁড়াই, প্রকৃতি ধ্বংস করি, ঘৃণা ছড়াই;তাহলে শুধু বছরে একদিন পতাকা তুলে কিসের স্বাধীনতা উদযাপন করছি ?

স্বাধীনতা পেয়েছি ১৯৪৭-এ ।কিন্তু স্বাধীনতার আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখা;সেটা আমাদের প্রতিদিনের দায়িত্ব।

এই স্বাধীনতা দিবসে তাই দেশকে বদলানোর আগে আসুন, নিজেদের একটু বদলাই।

৫ সেপ্টেম্বর ভারতে শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা

চিত্তরঞ্জন সরকার

(প্রধান শিক্ষক, দক্ষিন শান্তিনগর হিন্দি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিলিগুড়ি)

৫ সেপ্টেম্বর ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি, দার্শনিক ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিন। তিনি ১৮৮৮ সালের ৫ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজে একজন মহান শিক্ষক ছিলেন এবং শিক্ষা ও জ্ঞানকে সমাজ গঠনের অন্যতম প্রধান শক্তি হিসেবে দেখতেন। তাঁর ছাত্ররা যখন জন্মদিন পালন করতে চেয়েছিলেন, তখন তিনি ব্যক্তিগত জন্মদিনের পরিবর্তে দিনটিকে 'শিক্ষক দিবস' হিসেবে পালন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সেই থেকেই ভারতে ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।

শিক্ষক শুধু বইয়ের পাঠ দেন না;তিনি চিনতে শেখান, প্রশ্ন করতে শেখান, ভুল থেকে শিখতে শেখান এবং জীবনের পথে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেন।

একজন ভালো শিক্ষক একজন শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ বদলে দিতে পারেন। তাই শিক্ষক দিবস আসলে শুধু শিক্ষকদের ফুল দেওয়ার দিন নয়; এটি গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক, জ্ঞান, মূল্যবোধ ও মানবিকতার প্রতি সম্মান জানানোর দিন।

৫ সেপ্টেম্বর;শিক্ষকের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর দিন।

যাঁরা আমাদের অন্ধকার থেকে আলোর পথে হাঁটতে শিখিয়েছেন, তাঁদের প্রণাম জানানোর দিন।

“ চিত্ত যেথা ভয়শূন্য,
উচ্চ যেথা শির, জ্ঞান যেথা মুক্ত...”
– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৫ আগস্ট ২০২৬
ভারতবর্ষের
স্বাধীনতা দিবস
উপলক্ষে
সকলকে
শুভেচ্ছা
আজকের এই পবিত্র দিনে আমরা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি
দেশের স্বাধীনতার জন্য আত্মবলিদানকারী সকল বীর শহীদদদের।
তাদের ত্যাগ ও আদর্শ আমাদের জীবনকে আলোকিত করুক,
দেশকে গড়ে তোলার প্রেরণা দিক।
॥ জয় হিন্দ ॥ বন্দে মাতরম ॥
MURALIGANJ HIGH SCHOOL (HS)
সমস্ত শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীবৃন্দ
মুরালীগঞ্জ হাইস্কুল
বিধান নগর • শিলিগুড়ি

দারোগা হত্যায় ফাঁসিকাষ্ঠে শহিদ বিপ্লবী রোহিনী বড়ুয়া

অলোক রঞ্জন বড়ুয়া
(সব্জি বাজার, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)

সফল যুব বিদ্রোহের পর যত তরুন ভারতীয় গণতন্ত্র বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন,রোহিনী বড়ুয়া তাঁদের অন্যতম।জন্ম ১৯১৫ সালে, চট্টগ্রামের রাউজান থানার আবুরখীল গ্রামে, তাঁর পিতার নাম নীলকণ্ঠ বড়ুয়া ও মাতার নাম মহামায়া বড়ুয়া। আর্থিক সচ্ছল ও পারিবারিক ধর্মবিশ্বাসে বৌদ্ধ হলেও দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামই ছিলো একমাত্র আদর্শ। রোহিনী বড়ুয়া ১৯৩০ সালে মাস্টারদার বিপ্লবী দলে সক্রিয়ভাবে যোগ দেন।সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, সাহসী ,স্বাধীনচেতা ও মেধাবী রোহিনী বড়ুয়া তখন নোয়াপাড়া হাইস্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র। তাঁর প্রানোচ্ছল হাসিমাখা মুখ সবাইকে মুগ্ধ করতো। ১৯৩০ সালের ২২ এপ্রিল জালালাবাদ যুদ্ধের পর মাস্টারদা সহযোদ্ধাদের নিয়ে কিছুদিন নিজ গ্রাম নোয়াপাড়ায় আত্মগোপন করেন। এই সময় রোহিনী বড়ুয়া তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁরই অনুপ্রেরনায় বিপ্লবী কর্মে উদ্বুদ্ধ হন।এই সময়ে তাঁর সতীর্থ আদিত্য বিকাশ বড়ুয়া, বিনয় ভূষণ বড়ুয়া ,শশাঙ্ক বড়ুয়া, হরেন্দ্র লাল বড়ুয়া,পুলিন বড়ুয়া , সন্তোষ বড়ুয়া প্রমুখ তরুনদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে গোপনে বিপ্লবী কর্মকান্ড শুরু করেন । তাঁদের প্রশিক্ষন কর্মকান্ডের অন্যতম প্রশিক্ষক ছিলেন রোহিনীর অগ্রজ জ্যোতিষ চন্দ্র বড়ুয়া। এদিকে রোহিনী বড়ুয়া ও তাঁর সহকর্মীদের চলাফেরা গোয়েন্দা পুলিশের চোখে সন্দেহের উদ্রেক করে। এই খবর জানতে পেরে তাঁরা তাঁদের প্রশিক্ষন কেন্দ্র জেতবন বিহার থেকে প্রত্যাহার করে সরকার পাড়াস্থ বিশ্বেশ্বরী বিদ্যাপীঠে স্থানান্তরিত করেন। তথায় স্কুল ছুটির পর তাঁরা নিয়মিত মিলিত হতেন। কিছুদিন পর এখানে পুলিশ ধাওয়া করলো। ৮ জুন ১৯৩২ সালে ওই স্কুলে প্রশিক্ষন শেষে বাড়ি ফিরবার পথে গুর্খা সৈন্য কর্তৃক অতর্কিতে আক্রান্ত হন এবং সঙ্গীদের পালাতে সাহায্য করতে গিয়ে শেষ মুহুর্তে রোহিনী বড়ুয়া ধরা পড়েন। গ্রেপ্তারের পর তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় চট্টগ্রাম জেলে। সেখান থেকে হিজলী বন্দীশিবিরে। এখানে অবস্থানকালে ১৯৩৩ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি গৈরলা গ্রামের আশ্রয়কেন্দ্রে মাস্টারদা ধরা পড়েন। এই সংবাদ শোনার পর রোহিনী বড়ুয়া প্রায়ই জ্যেষ্ঠ বন্দীদের জিজ্ঞাসা করতেন, 'মাস্টারদার গ্রেপ্তারের কোন প্রতিশোধ কি নেওয়া হবে না?' তিনি মনেপ্রানে প্রতিশোধ নেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। ১৯৩৩ সালের ২৮ মার্চে তাঁকে হিজলী থেকে বহরমপুর ক্যাম্পে পাঠানো হয়। ১৯৩৪ সালের ৪ অক্টোবর সেখান থেকে তাঁকে ফরিদপুর জেলার গোয়ালন্দ থানার দৌলতপুর গ্রামে অন্তরীন করে রাখা হয়। সঠিক কোন ধারায় শাস্তিদেওয়া সম্ভব হয়নি বলেই তাঁকে আটক করে রাখা হয়। এখানে অবস্থানকালে তিনি গ্রামের ছাত্রদের নিয়ে ছাত্র সংগঠন গড়তে শুরু করেন। এই সংবাদ শুনে গোলালন্দ থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা সৈয়দ এরশাদ আলী রুষ্ট হন এবং তাঁকে প্রতিনিয়ত অমানবিক অত্যাচার করতে থাকেন। সেইসঙ্গে অশালীন গালাগালি ও দীর্ঘদিন ধরে বাড়ির কোন সংবাদ না পেয়ে রোহিনী বড়ুয়ার মন বড়ই চঞ্চল হয়ে ওঠে।

এজন্য তিনি বারবার দারোগাকে জিজ্ঞেস করতেন বাড়ি থেকে তাঁর কোন চিঠিপত্র আসছে কিনা। দারোগা উত্তরে বলতো না। অন্তরীন থাকাকালে রোহিনী বড়ুয়াকে প্রতিদিন থানায় গিয়ে হাজিরা দিতে হতো। একদিন হাজিরা দিতে গিয়ে থানার মধ্যে ছেঁড়া কাগজের বাস্কেটের মধ্যে তাঁর অগ্রজ শিক্ষক মোহিনী রঞ্জন বড়ুয়ার হাতের লেখা একখানা ছেঁড়াপত্র দেখতে পান। দেখামাত্রই সেটা তুলে নিয়ে পড়ার পর জানতে পারেন তাঁর মায়ের গুরুতর অসুস্থতার খবর। এ খবরে তিনি খুবই মর্মাহত হন এবং রাগে ও ক্ষোভে তিনি দারোগার নিকট কৈফিয়ৎ চাইলেন। দারোগা কোন সদুত্তর না দিয়ে ধমক দিয়ে অপমানসূচক ব্যবহার করে। এইজন্য ইংরেজ পদলেহী দারোগা এরশাদ আলীর প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে রোহিনী বড়ুয়া দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহন করেন। এই ঘটনার দিন কয়েক পরে রোহিনী বড়ুয়া একটি রামদা যোগাড়

করে গায়ের চাদরের নীচে লুকিয়ে দারোগার নিকট হাজিরা দিতে আসেন সকাল নটা নাগাদ। ওই সময় দারোগা সৈয়দ এরশাদ আলী চেয়ারে বসে টেবিলের ওপরে রাখা দরকারি কাগজপত্রগুলো নিবিষ্ট মনে মাথা নিচু করে দেখছিল। দারোগাকে একা পেয়ে রোহিনী দ্রুত ওই ঘরে ঢুকে ঘাড়ের পেছনে সজোরে আঘাত করে এক কোপে মস্তক ছেদন করেন। দারোগার মৃত্যু সুনিশ্চিত হলেই রোহিনী নিজেই থানায় ধরা দিয়ে পুলিশদের বললেন, ‘ নরপশুকে উপযুক্ত শাস্তি দিলাম,তোমরা আমায় এবার বন্দী করো। ’ রোহিনীর এই কাজের খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের অত্যাচারী দারোগাদের মনে ত্রাসের সঞ্চার হয়। দারোগা হত্যার জন্য সরকার ভারতীয় প্যানেল কোডের ৩০২ ধারায় মামলা রুজু করে। এই মামলার কথা শঙ্কর তাঁর ‘কত অজানারে ’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। হত্যা মামলার আসামী আসামী রোহিনী বড়ুয়ার জীবন রক্ষা করার জন্য তাঁর পিতা নীলকণ্ঠ বড়ুয়া পুত্র মোহিনী রঞ্জন বড়ুয়াকে সঙ্গে নিয়ে সুদূর চট্টগ্রাম থেকে কলিকাতায় ছুটে যান এবং প্রখ্যাত ভারতপ্রেমিক ব্যারিস্টার নোয়েল ফ্রেডারিক বারওয়েলকে রোহিনী বড়ুয়ার উকিল নিযুক্ত করেন। তাঁকে ছেলের জীবন রক্ষার জন্য কাতর আবেদন করে বলেন যে, রোহিনী ছাড়াও তার আরও একটি পুত্র বিপ্লবী কর্মকান্ডের জন্যজেলে বন্দি। দুই পুত্র বন্দি থাকায় তাদের মা অত্যন্ত শোকাভিভূত এবংসেই সঙ্গে গুরুতর অসুস্থও। সন্তানকে বাঁচাতে না পারলে তাদের মাও বাঁচবে না। আর ছেলেকে রক্ষা করার জন্য ব্যারিস্টার বারওয়েলকে এই মামলার ওকালতি করতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। এই কাজে তাঁকে সাহায্য করেন বারওয়েলের সহকারী পরবর্তীকালের প্রখ্যাত সাহিত্যিক শঙ্কর। বারওয়েল হলেন কলকাতা হাইকোর্টের শেষ ইংরেজ ব্যারিস্টার। অনেক চিন্তাভাবনা করে তিনি এই মামলার ওকালতি করতে রাজি হলে ওকালতি করতে গিয়ে তিনি নথিপত্রে দেখলেন যে দারোগা হত্যা মামলায় সাক্ষ্য প্রমানের অভাব আছে। তাই তিনি রোহিনী বড়ুয়াকে বিচারের জেরার উত্তরে বলতে বললেন, ‘আমি দারোগা হত্যা করিনি। ’ এই মিথ্যা কথাটুকু বললে মৃত্যুদন্ড থেকে রেহাই পাবে। এজন্য বারওয়েল সাহেব বার বার আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে গিয়ে রোহিনীর সঙ্গে দেখা করে একথাটি বলার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। উত্তরে রোহিনী বলেছিলেন --‘বিপ্লবীরা মিথ্যে বলে না। আপনি যতই চেষ্টা করুন না কেন, আমি কিন্তু মিথ্যা বলবো না’। রোহিনী বড়ুয়া আদালতের জেরায় সত্যি কথাই বলেছিলেন। ১৯৩৫ সালের ১৮ জুলাই বিচারে তাঁর ফাঁসির আদেশ হয় এবং সে বছরের ১৮ ডিসেম্বরে ফরিদপুর জেলে তাঁর ফাঁসির দিন ধার্য হয়। যাঁর অসীম সাহস আর বীরত্বের জন্য বিপ্লবীদের ইতিহাসে স্থান পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে রোহিনী বড়ুয়া অন্যতম।

আশার আলো

রিয়া মুখার্জ্জী (লেখিকা, শিলিগুড়ি)

নামেও চাঁপা, স্বভাবেও চাপা,
পরিস্ফুটিত হয় একটি ফুল,
যার গন্ধে বিভোর হয় গ্রীষ্মকালের চারি কূল,
তবে কি স্বাধীনতা এই ?
কঠিন পরিস্থিতিতে টিকে থাকার লড়াই,
কভুও করে না নিজের বড়াই,
নিজের মতন বাঁচাকে বলে স্বাধীনতা,
তবু কিছু ফুল পরিস্ফুটিত হওয়ার আগে
কুড়ি হয়ে ঝরে পড়ে,
স্বাধীনতার স্বাদ দেয় না তাদের দেখা,
তার আগেই চেপে যায় সংসারের বোঝা,
গাছে ফলার আগে আম্র ফল
ঝড়ে ঝরে পড়ে কত মুকুল,
সমাজের ঝড় কেড়ে নেয় তাদের
বড় হওয়ার অধিকার,
স্বাধীনতা কি ? আমরা প্রশ্ন করি বারবার,
স্বাধীনতার মূল্য কি জিজ্ঞেস করো তাদের,
যাদের শৈশব কেটেছে একমুঠো ভাতের খোঁজে
বিদ্যালয়, খেলা ধুলা, পরেনি তাদের চোখে
তাদের চোখের জল কখনো ঝরেনি আবদারে,
ঝড়েছে শুধু ক্ষুধার জ্বালায় নয়তো দুঃখে,
প্রকৃতই সেদিন সবাই হবে স্বাধীন যেদিন ফুটবে হাঁসি এদের মুখে।

পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্ত ভারত

কমলা সরকার

(মতিলাল আবাসন ,সুভাষ পল্লী, শিলিগুড়ি)

(স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে লিখতে গিয়ে প্রথমে কবিগুরুর পূরবী কাব্যগ্রন্থের দুটি বিখ্যাত পঙক্তি উল্লেখ করে আমার কবিতা শুরু করলাম।)

বনিকের মানদণ্ড দেখা দিলো রাজদণ্ড রূপে।
উনিশশো সাতচল্লিশের ১৫ই আগষ্ট আমরা পেয়েছি স্বাধীনতা,
কত শহীদের রক্তের বিনিময়ে কেটেছে আমাদের পরাধীনতা।
ইংরেজরা বানিজ্য করার নামে আমাদের ভারতবর্ষে এসে,
ভারতকে শাসন করবার ক্ষমতা দখল করেছিল অবশেষে।
দেশকে পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্ত করতে
সকল ভারতবাসী সংকল্প করেছিলো একসাথে।
কেউ করেছিলো প্রতিবাদ অস্ত্র হাতে,
আবার কারো প্রতিবাদ ছিল লেখনীতে।
শহীদ ক্ষুদিরাম -ভগৎসিং-মাতঙ্গিনী হাজরা,
দেশের জন্য মৃত্যু বরণ করতে ভয় পায়নি তাঁরা।
যাঁরা করেছিল প্রতিবাদ তাঁদের উপর হয়েছিল,
অকথ্য অত্যাচার।
তাদের যাবজ্জীবন নয়তো ঠাঁই হোতো সেলুলার জেলের অন্ধকার কারাগার।
এখনকার প্রজন্ম হয়তো সঠিক জানেনা কিভাবে হয়েছিল দেশ স্বাধীন,
তাইতো তারা বাইকে পতাকা লাগিয়ে দাপিয়ে বেড়ায় সারাদিন।
কত শত মানুষের রক্ত ঝরেছে ফাঁসি কাঠে হয়েছে বলি,
সেইসব শহীদের কথা কি আমরা ভুলতে পারি?
স্বাধীন দেশের নাগরিক হয়ে এই প্রার্থনা করি,
আবার যেন মানুষ হয়ে এই ভারতে জন্মাতে পারি।

খবরের ঘন্টার শুভানুধ্যায়ী সদস্য/সদস্যা তালিকা

সকলকে ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা

বিশেষ শুভানুধ্যায়ী সদস্য ঃ

পদ্মশ্রী করিমুল হক
(বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, তরাই এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি)

জ্যোৎস্না আগরওয়ালা
(বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, তরাই এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি)

পুস্পজিৎ সরকার
(বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, তরাই এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি)

প্রসেনজিৎ সরকার
(বিশিষ্ট শিক্ষক, তরাই নার্সিং ইন্সটিটিউট)

সামসুল আলম
(ব্যতিক্রমী প্রধান শিক্ষক
মুরালীগঞ্জ হাইস্কুলস, বিধাননগর)

KG001/
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন মহিলা শিক্ষিকা ও সমাজসেবী,
শিলিগুড়ি , মেয়াদ ঃ
২৬/০৭/২০২৬ থেকে ২৫/০৭/২০২৭ (১ বছর)

KG002/
ডঃ বিদ্যাবতী আগরওয়ালা
পিতা ঃ স্বর্গীয় রামকুমার আগরওয়ালা, গনেশ্যাম কম্পাউন্ড,চার্চ রোড , রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা ও সমাজসেবী, শিলিগুড়ি , জন্মতারিখ ঃ ৫ই আগস্ট
মেয়াদ ২৬/০৭/২০২৬ থেকে ২৫/০৭/২০২৭ (১ বছর)

KG003 /
ডঃ রুচি আগরওয়ালা
পিতা ঃকেশব আগরওয়ালা , আইনজীবী ও সমাজসেবী, শিলিগুড়ি, জন্মতারিখ ঃ ৩ নভেম্বর।
মেয়াদ ঃ ২৬/০৭/২০২৬ থেকে ২৫/০৭/২০২৭ (১ বছর)

KG004/
স্বপনেন্দু নন্দী, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, শিলিগুড়ি,
পিতামাতা ঃ স্বর্গীয় বেলা নন্দী ও বিমলেন্দু নন্দী, হবি ঃ গণিত জনপ্রিয়করন, জন্মতারিখ ঃ ০১.০১.১৯৬২ ,
মেয়াদ ঃ ২৬/০৭/২০২৬ থেকে ২৫/০৮/২০২৬ (১ মাস)

KG005
চিত্তরঞ্জন সরকার, প্রধান শিক্ষক,
দক্ষিণ শান্তিনগর হিন্দি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিলিগুড়ি,
পিতা ঃ স্বর্গীয় জীবন চন্দ্রসরকার, মাতা ঃ স্বর্গীয় ঠান্ডি সরকার।
২৬/০৭/২০২৬ থেকে ২৫/০৮/২০২৬ (১ মাস)

KG006
জয়ন্ত সরকার, পরিবেশ কর্মী,
'সাপ বাঁচাও মানুষ বাঁচাও' রাজ্য সমন্বয় সমিতি, শিলিগুড়ি,
২৬/০৭/২০২৬ থেকে ২৫/০৮/২০২৬ (১ মাস)

KG007
সঙ্গীতা বসু, শিক্ষিকা, পাঠভবন স্কুল ও সমাজসেবী, শিলিগুড়ি,
স্বামীর নাম ঃ রজত বসু, ঠাকুরদা ঃ স্বর্গীয় রতিকান্ত হালদার, সত্যশ্রী অ্যাপার্টমেন্ট, উদয় শঙ্কর সরনি, হাকিমপাড়া,
হবি ঃ সমাজসেবা জন্মতারিখ ঃ ২৯ মার্চ।
২৬/০৭/২০২৬ থেকে ২৫/০৭/২০২৭ (১ বছর)

KG008

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন সমাজসেবী, শিলিগুড়ি,

২৭/০৭/২০২৬ থেকে ২৬/০৭/২০২৭ (১ বছর)

KG009

বিশ্বজিৎ চাকলাদার,

নর্থবেঙ্গল ট্যুরিস্ট সার্ভিস, শিলিগুড়ি জংশন,

২৭/০৭/২০২৬ থেকে ২৬/০১/২০২৭ (৬ মাস)

KG010

সুমিতা কুন্ডু, সমাজসেবী,

হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি

স্বামী ঃ স্বর্গীয় অখিল কুন্ডু

২৭/০৭/২০২৬ থেকে ২৬/০৮/২০২৬ (১ মাস)

KG011

শেখর সাহা,

হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি

২৭/০৭/২০২৬ থেকে ২৬/০৮/২০২৬ (১ মাস)

KG012

প্রদীপ বড়ুয়া,

সমাজসেবী, বাগডোগরা, শিলিগুড়ি ,

২৭/০৭/২০২৬ থেকে ২৬/০৮/২০২৬ (১ মাস)

KG013

ডঃ তপতী হালদার,

প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা, শক্তিগড়, পি.ডব্লু.ডি. মোড়, শিলিগুড়ি,
পিতা ঃ স্বর্গীয় নীহার কান্তি হালদার, অমৃত নির্ঝর, শক্তিগড়, পি ডব্লু ডি মোড়, শিলিগুড়ি বাজার , হবি ঃ সমাজসেবী ও লেখালেখি।
জন্মদিন ঃ২৮/০১/১৯৬৪

২৭/০৭/২০২৬ থেকে ২৬/০৭/২০২৭ (১ বছর)

KG014

পায়েল সরকার,

পশুপ্রেমী, শিলিগুড়ি জংশন,

জন্মতারিখ ঃ ১৬ আগস্ট।

২৭/০৭/২০২৬ থেকে ২৬/০৮/২০২৬ (১ মাস)

KG015

দীপিকা বন্দ্যে, সমাজসেবী,

রাষ্ট্রীয় সভাপতি, জি.এইচ.আর. পিস ফাউন্ডেশন, মালবাজার,

স্বামী অসীম বন্দ্যে,

২৭/০৭/২০২৬ থেকে ২৬/০৭/২০২৭ (১ বছর)

KG016

সুদেষ্ণা চক্রবর্তী, সহশিক্ষিকা, উদয়ন কলোনি প্রাথমিক বিদ্যালয়,

সূর্যনগর, ডাবগ্রাম, শিলিগুড়ি,

জন্ম তারিখ ঃ ২৯ সেপ্টেম্বর , বিবাহবার্ষিকী ঃ ২০ ফেব্রুয়ারি ,

স্বামী ঃ শুভ্রাংশু রঞ্জন ভাদুড়ি

২৭/০৭/২০২৬ থেকে ২৬/০৭/২০২৭ (১ বছর)

KG017

ডঃ অসমঞ্জ সরকার, কবি ও লেখক,

অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক,উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় এভিনিউ , গেট নম্বর ২ ,ল কলেজের পিছনে, শিবমন্দির, শিলিগুড়ি

পিতা ঃ স্বর্গীয় অনিল চরন সরকার,

ঠাকুরদা ঃ স্বর্গীয় অভয় চরন সরকার ,

হবি ঃ লেখালেখি ও ভ্রমন। জন্মতারিখ ঃ ১জানুয়ারি।

২৮/০৭/২০২৬ থেকে ২৭/০৭/২০২৭ (১ বছর)

KG018

কমলা সরকার, কবি ও লেখিকা,

মতিলাল আবাসন, সুভাষপল্লী, শিলিগুড়ি,

পিতার নাম ঃ স্বর্গীয় বীরেন্দ্র নাথ সরকার, ঠাকুরদা ঃ স্বর্গীয় মতিলাল সরকার,

হবি ঃ গল্পের বই পড়া ও গান শোনা,

জন্ম তারিখ ঃ ২ ডিসেম্বর।

২৮/০৭/২০২৬ থেকে ২৭/০৭/২০২৭ (১ বছর)

KG019

মিঠুন সাহা, ওম ট্যুরিজম, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি,

পিতা ঃ মদন সাহা, মাতা ঃসন্ধ্যা সাহা, ঠাকুরদা ঃ গৌর হরি সাহা,

ঠাকুরমা ঃ নয়ন তারা সাহা, স্ত্রী ঃসুস্মিতা সাহা,

জন্মতারিখ ঃ ৪ ডিসেম্বর, বিবাহবার্ষিকী ঃ ১৩ ডিসেম্বর।

২৮/০৭/২০২৬ থেকে ২৭/০৮/২০২৬ (১ মাস)

KG020

শর্বরী মুখার্জি

স্বামী ঃ উত্তম মুখার্জি,

সমাজসেবী, সুকান্ত পল্লী, এনজেপি, শিলিগুড়ি ,

জন্ম তারিখ ঃ২৫ মে, হবি ঃ মানুষের জন্য ভালো কাজ করা, অসময়ে মানুষের পাশে থাকা,বই পড়া,গান শোনা এবং সেলাইয়ের কাজ করতে

২৮/০৭/২০২৬ থেকে ২৭/০৮/২০২৬ (১ মাস)

KG021

কাকলি বসু বিশ্বাস, দেশবন্ধু পাড়া, শিলিগুড়ি;
স্বামী ঃ রবীন্দ্র চন্দ্র বিশ্বাস,
অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা,
হবি বা শখ ঃ অভিনয় ও নৃত্য , জন্ম তারিখ ঃ ২৯ এপ্রিল, বিবাহবার্ষিকী ঃ ২৭ জুলাই।
২৮/০৭/২০২৬ থেকে ২৭/০৮/২০২৬ (১ মাস)

KG022

কবিতা বণিক, মহানন্দা পাড়া, শিলিগুড়ি;
স্বামী দীপক বনিক , ঠাকুরদা ঃ মুরারিমোহন দত্ত,
আগমনী অ্যাপার্টমেন্ট , বি এম সরনি,
লেখিকা ও সমাজসেবী
২৯/০৭/২০২৬ থেকে ২৮/০৮/২০২৬ (১ মাস)

KG023

মৌসুমি আইচ, সমাজসেবী, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি ,
জন্মতারিখ ঃ ১০ আগস্ট।
২৯/০৭/২০২৬ থেকে ২৮/০৭/২০২৭ (১ বছর)

KG024

রিঙ্কু ঘোষ
স্বামী সজেন কুমার ঘোষ,
কবি, অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি
হবি ঃ লেখিকা, বাচিক শিল্পী,
জন্ম তারিখ ঃ ২৯ আগস্ট, বিবাহবার্ষিকী ঃ ১১ডিসেম্বর।
২৯/০৭/২০২৬ থেকে ২৮/০১/২০২৭ (৬ মাস)

KG025

বাপন দাস,বিশিষ্ট সমাজসেবী ও পুলিশ কর্মী,
বিধাননগর, শিলিগুড়ি
২৯/০৭/২০২৬ , ২৮/১০/২০২৬ (৩ মাস)

KG026

সোনালি সামন্ত দে, রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত নার্স ও সমাজসেবী,
বানারহাট
স্বামী অঞ্জন দে
৩০/০৭/২০২৬ থেকে ২৯/০১/২০২৭ (৬ মাস)

KG027

রিঙ্কু মিত্র পাল
স্বামী ঃ তাপস পাল ,
কবি, লেখিকা ও সমাজসেবী, বিধান পল্লী,কল্যাণী, নদীয়া
হবি ঃ ছবি আঁকা ও কবিতা লেখা। জন্মতারিখ ঃ২ নভেম্বর,
৩০/০৭/২০২৬ , ২৯/০১/২০২৭ (৬ মাস)

KG028

শ্রাবনী মিত্র মন্ডল
স্বামী গৌতম মন্ডল, ঠাকুরদা ঃ ডাঃসুকুমার মিত্র ,
নাট্যকার, নাট্যশিল্পী ও কবি, বাবুপাড়া, শিলিগুড়ি
৩০/০৭/২০২৬ থেকে ২৯/০৭/২০২৭ (১ বছর)

KG029

সোমা সান্যাল চক্রবর্তী, বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী ও সমাজসেবী,
অন্য ধ্রুপদ ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন,আশ্রমপাড়া,শিলিগুড়ি /
৩০.০৭.২০২৬ থেকে ২৯.০৮.২০২৬(১ মাস)

KG030/

মমি ঘোষ
সমাজসেবী, ফ্রি লান্সার সাংবাদিক,
পিতা ঃ রবি ঘোষ, দেশবন্ধু পাড়া, শিলিগুড়ি
৩১. ০৭.২০২৬ থেকে ৩০.০৭.২০২৭ পর্যন্ত (১ বছর)

KG031

পন্ডিত পবিত্র চ্যাটার্জী
বিখ্যাত সেতার শিল্পী, সোহিনী মিউজিক একাডেমি
মিউজিক শিক্ষক, গবেষক
পিতা ঃ প্রবীর চ্যাটার্জী ,
নিরঞ্জন নগর,ঘোঘোমালি, শিলিগুড়ি,
৩১.০৭.২০২৬ থেকে ৩০.০৮.২০২৬ পর্যন্ত (১ মাস)

KG032

তপনোদয় সরকার,
সমাজসেবী,সূর্যনগর,
হবি ঃসামাজিক কাজের মাধ্যমে মানুষের পাশে থাকা।
জন্ম তারিখ ঃ ২৬ মে।
শিলিগুড়ি,
৩১. ০৭. ২০২৬ থেকে ৩০.০৮.২০২৬ পর্যন্ত (১মাস)

KG033

সজল দত্ত
সমাজসেবী, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের কর্মী,
পিতা ঃ সুনীল দত্ত ,
জন্ম তারিখ ঃ ৩ ফেব্রুয়ারি, বিবাহবার্ষিকী ঃ ২০ এপ্রিল, কাওয়াখালি ,সুশ্রুতনগর, মাটিগাড়া।
৩১.০৭.২০২৬ থেকে ৩০.০৮.২০২৬ পর্যন্ত (১ মাস)

KG034

ডঃ দুর্বা ব্রহ্ম,

রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষিকা,প্রধান শিক্ষিকা,রবীন্দ্রনগর গার্লস হাইস্কুল,

স্বামী ঃ স্বর্গীয় দেবাশিস রায়, জন্ম তারিখ ঃ ১৪ই ফেব্রুয়ারি , শিলিগুড়ি, হবি ঃ আবৃত্তি।

৩১.০৭.২০২৬ থেকে ৩০.০৭.২০২৭ পর্যন্ত (১ বছর)

KG035

বিজয়া চক্রবর্তী

সঙ্গীত শিল্পী ও স্কুল শিক্ষিকা,

স্বামী ঃ বিপ্লব চক্রবর্তী, সুভাষ পল্লী, শিলিগুড়ি,

জন্ম তারিখ ঃ ১৮ই জানুয়ারি, বিবাহবার্ষিকী ঃ ২৪শে এপ্রিল,

০১.০৮.২০২৬ থেকে ৩১.১০.২০২৬ পর্যন্ত (৩ মাস)

KG036

অনুপ দাস,

পিতার নাম ঃ স্বর্গীয় অবিনাশ চন্দ্র দাস ,শিল্পী,ডিবিসি রোড, দেশবন্ধু পাড়া, শিলিগুড়ি, জন্ম তারিখ ঃ ৬ জানুয়ারি।

০১.০৮. ২০২৬ থেকে ৩১.০১.২০২৭(৬ মাস)

KG037

ডাঃ সোমজিৎ চ্যাটার্জী ,

পিতা ঃ সৌমিত্র চ্যাটার্জী,মাতাঃ নিবেদিতা চ্যাটার্জী, ঠাকুরদা ঃ স্বর্গীয় ডাঃ এল এন চ্যাটার্জী, ঠাকুরমা ঃ স্বর্গীয় শোভনা চ্যাটার্জী , দন্ত চিকিৎসক, শিলিগুড়ি ওরাল এন্ড ডেন্টাল কেয়ার ইমপ্লান্ট সেন্টার, রামপদ ভবন, হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি, হবি ঃসিনেমা দেখা, কবিতা,সঙ্গীত, ভ্রমন, বেদান্ত সাহিত্য।

০১.০৮.২০২৬ থেকে ৩১.০৭.২০২৭ পর্যন্ত (১ বছর)

KG038

শর্মিষ্ঠা লাহিড়ী

স্বামী অয়ন লাহিড়ী, ঠাকুরদা ঃস্বর্গীয় জিতেন্দ্র মোহন তালুকদার, জন্মতারিখ ঃ ৩০ সেপ্টেম্বর,বিবাহবার্ষিকী ঃ ২ডিসেম্বর , আন্তর্জাতিক স্ট্রেংথ লিফটার এবং সঙ্গীত শিল্পী, ভারত নগর, শিলিগুড়ি।

০১.০৮.২০২৬ থেকে ৩১.০৫.২০২৭ পর্যন্ত (১০ মাস)

KG039

মানব সরকার

পিতা ঃ স্বর্গীয় নগেন্দ্র নাথ সরকার , পাওয়ার লিফটার,হায়দরপাড়া শিবরামপল্লী, শিলিগুড়ি। জন্ম তারিখ ঃ ২ জানুয়ারি। হবি ও পেশা ঃ এসি এন্ড ফ্রিজ সার্ভিস সেন্টার, মানব রেফ্রিজারেশন ও রামকৃষ্ণ এন্টারপ্রাইসেস, ঝংকার মোড়, বর্ধমান রোড।

০১.০৮.২০২৬ থেকে ৩১.০১ ২০২৭ পর্যন্ত

KG040

বলরাম ধর

পিতা ঃ বনমালী ধর, শিক্ষক, সারদা শিশু তীর্থ সেবক রোড মাধ্যমিক বিদ্যালয়,ইস্কন রোড,হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি। জন্ম তারিখ ঃ ৮ এপ্রিল, পেশা ঃ শিক্ষকতা

০২.০৮.২০২৬ থেকে ০১.১১.২০২৬ পর্যন্ত (৩ মাস)

KG041

অর্চিতা সেন

স্বামী পরিতোষ সেন, সঙ্গীত শিল্পী,গুঞ্জন রবীন্দ্র নগর নেতাজি পল্লী, শিলিগুড়ি , জন্মতারিখ ঃ ৫ অক্টোবর, বিবাহবার্ষিকী ঃ ১২ই ডিসেম্বর।

০২.০৮.২০২৬ থেকে ০১.০৯.২০২৬ পর্যন্ত (১ মাস)

KG042

বিকাশ মুখার্জি

পিতা ঃ স্বর্গীয় জগবন্ধু মুখার্জী, অবসরপ্রাপ্ত রেল কর্মী ও সমাজসেবী,কল্পতরু রোড নিরঞ্জন নগর, ঘোঘোমালি, শিলিগুড়ি। জন্ম তারিখ ঃ ২৯ জানুয়ারি। বিবাহবার্ষিকী ঃ ২৭ এপ্রিল।

০২.০৮.২০২৬ থেকে ০১.০৮.২০২৭ পর্যন্ত (১ বছর)

KG043

সুনীতা প্রামাণিক

স্বামী ঃ গৌতম প্রামানিক , গৃহবধূ, তারাশঙ্কর রোড, দেশবন্ধু পাড়া, শিলিগুড়ি। পেশা ঃ বুটিক মালিক, জন্মতারিখ ঃ ২৭ মে, বিবাহবার্ষিকী ঃ ১৯ এপ্রিল।

০২.০৮.২০২৬ থেকে ০১.০৯.২০২৬(১ মাস)

KG044

অশোক পাল

পিতা ঃ স্বর্গীয় হীরেন কুমার পাল,কবি, লেখক, পেশা ঃ ডাইরেক্ট সেলিং নেটওয়ার্ক বিজনেস, মোদি কেয়ার। জন্মতারিখ ঃ ৩ জানুয়ারি। ফুলবাগান,বহরমপুর,মুর্শিদাবাদ

০২.০৮.২০২৬ থেকে ০১.০২. ২০২৭ পর্যন্ত (৬ মাস)

KG045

পরিতোষ চক্রবর্তী

পিতা ঃ স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, মাতা ঃ স্বর্গীয় কিরনবালাদেবী, অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলা শাসক, নেশা-- আবৃত্তি, লেখালেখি, বই পড়া,লেকটাউন,শিলিগুড়ি জন্মতারিখ ঃ ১৪ই মার্চ, বিবাহবার্ষিকী ঃ ৭ই ফেব্রুয়ারি।

০৩.০৮. ২০২৬ থেকে ০২.০৮ ২০২৭ পর্যন্ত (১ বছর)

KG046

অনিন্দিতা চ্যাটার্জী

স্বামী রাজাশীষ চ্যাটার্জী, পিতা ঃ প্রদীপ কুমার ঘোষ ,সঙ্গীত শিল্পী ও সমাজসেবী, আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি। ০৩.০৮.২০২৬ থেকে ০২.০২ ২০২৭ পর্যন্ত (৬ মাস)

KG047

অর্চনা মিত্র

স্বামী ঃ , কবি ও লেখিকা এবং সঙ্গীত শিল্পী ও সমাজসেবী, বাঘাযতীন কলোনি,শিলিগুড়ি। ০৩.০৮.২০২৬ থেকে ০২.০৮.২০২৭ পর্যন্ত (১ বছর)

KG048

নির্মলেন্দু দাস,

কবি ও বিজ্ঞানী,শরৎ পল্লী, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি

০৪.০৮.২০২৬ থেকে ০৩.০৯.২০২৬ পর্যন্ত (১মাস)

KG049

গোপা দাস, সঙ্গীত শিল্পী ও কবি,শরৎ পল্লী,

হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি

০৪.০৮.২০২৬ থেকে ০৩.০৯.২০২৬ পর্যন্ত (১ মাস)

KG050

মুকুল দাস, কবি,১০১ বছর,

শরৎ পল্লী, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি

০৪.০৮.২০২৬ থেকে ০৩.০৯.২০২৬ পর্যন্ত

KG051

চিরঞ্জীব চ্যাটার্জী

বিশিষ্ট সমাজসেবী, বেটার টুমোরো ফাউন্ডেশন, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি। ০৫.০৮.২০২৬ থেকে ০৪.১১.২০২৬ পর্যন্ত(৩ মাস)

KG052

বিশ্বজিৎ রায়, বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব এবং স্কুল শিক্ষক,

শিবমন্দির , কদমতলা,শিলিগুড়ি।

০৫.০৮.২০২৬ থেকে ০৪.০৯.২০২৬ পর্যন্ত। (১ মাস)

KG053

সঞ্জীব কুমার দাস

পিতা ঃ স্বর্গীয় শুকলাল দাস ,শিক্ষানুরাগী,মাতঙ্গিনী ক্যাটারার, দাসভিলা রবীন্দ্র নগর,শিলিগুড়ি। জন্ম তারিখ ঃ ৮ই মার্চ। বিবাহবার্ষিকী ঃ ২৮শে নভেম্বর। ০৬.০৮.২০২৬ থেকে ০৫.০৮.২০২৭ পর্যন্ত (১ বছর)

KG054

পারমিতা বিশ্বাস

স্বামী ঃ সমীর বিশ্বাস, অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষিকা ও বাচিক শিল্পী, ওয়াই এম এ ক্লাবের কাছে, দক্ষিন বাবুপাড়া, শিলিগুড়ি। ০৭.০৮.২০২৬ থেকে ০৬.০৯.২০২৬ পর্যন্ত (১ মাস)

KG055

বনানি চৌধুরী পন্ডিত

স্বামী স্বপন পন্ডিত ,গৃহবধূ-- সমাজসেবী,সপ্তর্ষি অ্যাপার্টমেন্ট ,নিউ টাউনপাড়া , ৪নম্বর গুমটির কাছে, জলপাইগুড়ি। বিবাহবার্ষিকী ঃ ২৬শে জানুয়ারি।

০৮.০৮.২০২৬ থেকে ০৭.০৮.২০২৭ পর্যন্ত (১ বছর)

KG056

অলোক রঞ্জন বড়ুয়া

পিতা ঃস্বর্গীয় শিরোমনি বড়ুয়া, অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র সিটিজেন , সমাজসেবী, হায়দরপাড়া সব্জি বাজার , হায়দরপাড়া , শিলিগুড়ি। জন্মতারিখ ঃ ৭ সেপ্টেম্বর। বিবাহবার্ষিকী ঃ ১৪ ডিসেম্বর। ০৮.০৮.২০২৬ থেকে ০৮.০২.২০২৭ পর্যন্ত (৬ মাস)

KG057

উত্তম দত্ত

পিতা ঃ স্বর্গীয় সাধন চন্দ্র দত্ত, কবি, লেখক ও সমাজসেবী,জনশিক্ষা প্রসার দপ্তরের কর্মী, শরৎ চন্দ্র সরনি,ভারত নগর , শিলিগুড়ি।

০৮.০৮.২০২৬ থেকে ০৮.০২.২০২৭ পর্যন্ত (৬ মাস)

KG058

মৃনাল কান্তি রায়

পিতা ঃ বিষ্ণু পদ রায়/ চিত্র শিল্পী ও শিক্ষক, বাবুপাড়া, বেলাকোবা, রাজগঞ্জ ব্লক, জলপাইগুড়ি।জন্ম তারিখ ঃ ২৪ ডিসেম্বর। ০৮.০৮.২০২৬ থেকে ০৭.০৮.২০২৭ পর্যন্ত (১ বছর)

KG059

সুপ্রিয় ব্যানার্জী

পিতা স্বর্গীয় নির্মল ব্যানার্জী, কি বোর্ড শিল্পী,সমাজসেবী , সূর্যনগর , শিলিগুড়ি। জন্ম তারিখ ঃ ৮ মার্চ। বিবাহ বার্ষিকী ঃ ৫ মার্চ। ০৮.০৮.২০২৬ থেকে ০৭.০৯.২০২৬ পর্যন্ত (১ মাস)

KG060

নীতিশ বসু, চেয়ারম্যান, পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট, বিশিষ্ট সমাজসেবী, উপদেষ্টা (খবরের ঘন্টা) ,লেকটাউন, শিলিগুড়ি।

০৮.০৮.২০২৬ থেকে ০৭.০৮.২০২৭ পর্যন্ত (১ বছর)

KG061

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন শিক্ষক,

জ্যোতিনগর,সেবক রোড,দুই মাইল, শিলিগুড়ি।

০৯.০৮.২০২৬ থেকে ০৮.০৯.২০২৬ পর্যন্ত (১ মাস)

KG062

শিউলি চক্রবর্তী

স্বামী স্বর্গীয় অমল চক্রবর্তী, সমাজসেবী ক্ষুদিরামপল্লী শিলিগুড়ি , ১০.০৮.২০২৬ থেকে ০০৯.০৮.২০২৭ (১ বছর)

KG063

অভিজিৎ দাস

পিতা ঃ সমীর চন্দ্র দাস, সুভাষ পল্লী, শিলিগুড়ি। জন্মতারিখ ঃ ১ অক্টোবর । বিবাহবার্ষিকী ঃ ১৩ অক্টোবর। পেশা ঃ ব্যবসা।

আত্মসংযমেই জীবনের প্রকৃত আনন্দ শ্রী অরবিন্দের দৃষ্টিতে গীতার বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ আত্মসংযম, কর্মযোগ ও আধ্যাত্মিক সাধনার সমন্বয়েই জীবনের প্রকৃত সুখ ও শান্তি অর্জন সম্ভব;এমনই বার্তা দিলেন আচার্য অখিলেশ্বরজী ভরদ্বাজ। তাঁর কথায়, শুধু কর্ম নয়, ঈশ্বরচিন্তা ও ধ্যানের মাধ্যমে কর্মকে পবিত্র করলেই জীবনে মুক্তির পথ উন্মুক্ত হয়। শিলিগুড়ির অগ্রসেন ভবনে শুরু হওয়া 'শ্রীমদ্ভাগবত গীতা জ্ঞান প্রবাহ' অনুষ্ঠানে রবিবার ভক্তদের ভিড় সেই আধ্যাত্মিক আবহকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলে।

হরিদ্বার থেকে আগত আচার্য অখিলেশ্বরজী ভরদ্বাজ রবিবার শিলিগুড়ির খালপাড়া অগ্রসেন ভবনে শুরু হওয়া 'শ্রীমদ্ভাগবত গীতা জ্ঞান প্রবাহ' অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী দিনে শ্রী অরবিন্দের দৃষ্টিতে গীতার মূল দর্শন সংক্ষেপে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, সংসারের দায়িত্ব পালন করেও যোগসাধনা, ধ্যান ও ঈশ্বরচিন্তার জন্য সময় বের করা অত্যন্ত প্রয়োজন। কারণ, আধ্যাত্মিক চেতনা ছাড়া করা কর্ম মানুষকে বন্ধনের দিকে নিয়ে যায়।

তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে মানুষ নানা ব্যস্ততায় ডুবে থাকলেও প্রয়োজনীয় কাজের জন্য ঠিকই সময় বের করে নেয়। যেমন, বাড়িতে অতিথি এলে সব কাজ সরিয়ে রেখে তাঁর যত্ন করা হয়। অথচ অনেকেই ধ্যান বা আধ্যাত্মিক সাধনাকে জীবনের জরুরি বিষয় বলে মনে করেন না, তাই তার জন্য সময়ও দেন না। এই মানসিকতার পরিবর্তনের ওপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

ডিভাইন লাইফ ফাউন্ডেশন ও রাজীব জৈন মেমোরিয়াল ট্রাস্টের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ২ থেকে ৮ আগস্ট পর্যন্ত শ্রী অরবিন্দের ব্যাখ্যায় গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়, অর্থাৎ কর্মযোগের গভীর তাৎপর্য নিয়ে ধারাবাহিক প্রবচন দেন আচার্য অখিলেশ্বরজী। সোমবার থেকে শুরু হয় সেই বিস্তারিত আলোচনা। প্রতিদিন বিকেল ৪টার পর অনুষ্ঠিত হয় প্রবচন, আর সকালবেলায় একই প্রাঙ্গণে যোগচর্চারও আয়োজন রাখা হয় । ভজন-কীর্তনের সুরে সমগ্র পরিবেশ এক অনন্য আধ্যাত্মিক আবহে ভরে ওঠে । অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য দিল্লি থেকে আসেন শিল্পী শ্রীদেবজি আর্য।

আচার্য অখিলেশ্বরজী ভরদ্বাজের মতে, আগামী প্রজন্মকে সুন্দর জীবন গঠনের লক্ষ্যে আধ্যাত্মিক দর্শনের সঙ্গে যুক্ত হওয়া প্রয়োজন। তিনি জানান, শিলিগুড়ির মিলনপল্লি ডিভাইন লাইফ ফাউন্ডেশনে বর্তমানে বহু তরুণ-তরুণী শ্রী অরবিন্দের দর্শনে অনুপ্রাণিত হয়ে আধ্যাত্মিক যোগচর্চায় অংশ নিচ্ছেন, যার ফলে তাদের মনোবল ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১৫ আগস্ট শ্রী অরবিন্দের আবির্ভাব তিথিকে সামনে রেখে এই 'শ্রীমদ্ভাগবত গীতা জ্ঞান প্রবাহ' বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। উল্লেখযোগ্যভাবে, সম্প্রতি প্রয়াত রাজীব জৈনের স্মৃতিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর পরিবার এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বিশিষ্ট অরবিন্দ অনুরাগী সঞ্জয় গোলেচার ভাই রাজীব জৈনের জন্মদিন ছিল ২ আগস্ট। সেই দিনটিকেই স্মরণীয় করে তুলতে তাঁর পরিবারের এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগ উপস্থিত সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছে।

শিলিগুড়ি খালপাড়া অগ্রসেন ভবন থেকে খবরের ঘন্টার জন্য প্রতিবেদন সোমা দাস।

আত্মসংযম থেকে ঈশ্বরচেতনার পথে;শ্রী অরবিন্দের আলোকে গীতা জ্ঞান প্রবাহ শিলিগুড়িতে

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ আত্মসংযম, কর্মযোগ, ধ্যান ও ভক্তির সমন্বয়েই মানুষের অন্তর জাগ্রত হয় এবং জীবন পৌঁছে যায় ঈশ্বরচেতনার দিকে;শ্রী অরবিন্দের গীতাদর্শনের এই গভীর বার্তাই উঠে এলো শিলিগুড়ির খালপাড়া অগ্রসেন ভবনে শুরু হওয়া 'শ্রীমদ্ভাগবত গীতা জ্ঞান প্রবাহ' অনুষ্ঠানে। হরিদ্বার থেকে আগত আচার্য অখিলেশ্বরজী ভরদ্বাজ সাতদিনব্যাপী এই আধ্যাত্মিক আলোচনায় গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়কে সহজ ও জীবনঘনিষ্ঠ ভাষায় ব্যাখ্যা করেনন। সকাল থেকে যোগাসন, বিকেলে প্রবচন এবং ভজন-কীর্তনে মুখরিত হয়ে ওঠে সমগ্র অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণ।

শ্রী অরবিন্দ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ এসেজ অন দ্য গীতা-তে গীতার ষষ্ঠ অধ্যায় তথা ধ্যানযোগ বা আত্মসংযম যোগ-কে কেবল ধ্যানের পদ্ধতি হিসেবে ব্যাখ্যা করেননি। তাঁর মতে, এই অধ্যায়ের মূল উদ্দেশ্য হল মানুষের চেতনাকে ঈশ্বরচেতনার সঙ্গে একীভূত করা এবং কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিকে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ করে তোলা। সেই দর্শন নিয়েই ২ আগস্ট রবিবার থেকে শিলিগুড়ির খালপাড়া অগ্রসেন ভবনে শুরু হয় 'শ্রীমদ্ভাগবত গীতা জ্ঞান প্রবাহ'।

হরিদ্বার থেকে আগত আচার্য অখিলেশ্বরজী ভরদ্বাজ উদ্বোধনী দিনে শ্রী অরবিন্দের ব্যাখ্যায় গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের মূল বিষয়গুলি সংক্ষেপে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, যোগের সূচনা হয় আত্মসংযমের মাধ্যমে। বাইরের জগৎ ত্যাগ করাই যোগ নয়; বরং নিজের মন, ইন্দ্রিয় ও আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করে অন্তরের অস্থিরতাকে জয় করাই প্রকৃত সাধনা।

তিনি ব্যাখ্যা করেন, গীতা কখনও কর্ম ত্যাগের শিক্ষা দেয় না। সংসারের দায়িত্ব পালন করেও একজন মানুষ যোগী হতে পারেন, যদি তিনি তাঁর সমস্ত কর্ম ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করেন। তখন কর্ম আর বন্ধনের কারণ থাকে না, বরং তা সাধনায় পরিণত হয়।

গীতার বিখ্যাত বাণী প্রসঙ্গে আচার্য বলেন, যে নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তার মনই সবচেয়ে বড় বন্ধু। আর যে তা পারে না, তার মনই সবচেয়ে বড় শত্রু। মানুষের সুখ-দুঃখের অনেকটাই নির্ভর করে নিজের মনকে কীভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে তার ওপর।

ধ্যান সম্পর্কে তিনি বলেন, ধ্যান মানে কেবল চোখ বন্ধ করে বসে থাকা নয়। ধ্যানের মাধ্যমে মানুষের চেতনা ধীরে ধীরে উচ্চতর স্তরে উন্নীত হয়, মন শান্ত হয়, অন্তর্নিহিত ঈশ্বরীয় শক্তির জাগরণ ঘটে এবং মানুষ নিজের প্রকৃত সত্তাকে উপলব্ধি করতে শেখে।

গীতার আলোচনায় উঠে আসে সংযমী জীবনের গুরুত্বও। অতিরিক্ত ভোগ বা অতি ত্যাগ;কোনোটিই যোগের পথ নয়। খাদ্যাভ্যাস, বিশ্রাম, কর্ম এবং দৈনন্দিন আচরণে ভারসাম্য বজায় রাখাই একজন সাধকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলে তিনি উল্লেখ করেন।

আচার্য অখিলেশ্বরজী আরও বলেন, প্রকৃত যোগী বন্ধু-শত্রু, সুখ-দুঃখ কিংবা লাভ-ক্ষতির ভেদে বিচলিত হন না। তিনি সকলের মধ্যে একই ঈশ্বরচেতনাকে উপলব্ধি করেন। ধ্যানের সর্বোচ্চ স্তরে মানুষ উপলব্ধি করে যে ঈশ্বর কেবল মন্দিরে নন, প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি প্রাণ এবং সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেই বিরাজমান।

চঞ্চল মনকে শান্ত করার প্রসঙ্গে তিনি গীতার নির্দেশনা স্মরণ করিয়ে বলেন, অভ্যাস বা অভ্যাসযোগ এবং বৈরাগ্য-এর মাধ্যমেই মনকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। নিয়মিত সাধনা, ধৈর্য ও অধ্যবসায়ই

আধ্যাত্মিক জীবনের প্রকৃত ভিত্তি। তিনি আরও বলেন, যোগসাধনায় কোনো প্রচেষ্টাই কখনও বিফলে যায় না; প্রতিটি আন্তরিক সাধনা মানুষের ভবিষ্যৎ আধ্যাত্মিক অগ্রগতির পথ তৈরি করে।

অধ্যায়ের শেষাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, তপস্বী, জ্ঞানী ও কর্মীদের মধ্যেও যোগী শ্রেষ্ঠ, আর সেই যোগীদের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ তিনি, যিনি ভক্তিভরে ঈশ্বরের মধ্যে অবস্থান করেন। শ্রী অরবিন্দ এই সমন্বয়কেই কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ ও ভক্তিযোগের একীভূত রূপ বা সমন্বিত যোগ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন।

শিলিগুড়ির মিলনপল্লির ডিভাইন লাইফ ফাউন্ডেশন এবং রাজীব জৈন মেমোরিয়াল ট্রাস্টের উদ্যোগে আয়োজিত এই সাতদিনব্যাপী অনুষ্ঠানে প্রতিদিন সকালে যোগাসনের আয়োজন করা হচ্ছে। বিকেলে অনুষ্ঠিত হচ্ছে শ্রী অরবিন্দের দৃষ্টিতে গীতার দর্শনভিত্তিক প্রবচন এবং ভজন-কীর্তন। আয়োজকদের মতে, এই অনুষ্ঠান সমাজে ইতিবাচক চিন্তা, আত্মশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক চেতনার পরিবেশ গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

রবিবার বিকেলে প্রবচন শুরুর আগে ডিভাইন লাইফ ফাউন্ডেশনের অদিতি শক্তি পুঞ্জ মাতৃশক্তি ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন করে অনুষ্ঠানের আধ্যাত্মিক আবহকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলে।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অরবিন্দ অনুরাগী, আধ্যাত্মিক সাধক ও সমাজসেবী সঞ্জয় গোলেচা আয়োজকদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অনুষ্ঠানের তাৎপর্য তুলে ধরেন। তিনি জানান, তাঁর প্রয়াত ভাই রাজীব জৈনের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতেই রাজীব জৈনের পরিবার এবং রাজীব জৈন মেমোরিয়াল ট্রাস্ট এই গীতা জ্ঞান প্রবাহ অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে বিশেষভাবে উৎসাহিত হয়েছে।

শ্রী অরবিন্দ এবং শ্রী মায়ের প্রতিকৃতির সামনে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী সাতদিন প্রতিদিন বিকেল চারটার পর আচার্য অখিলেশ্বরজী ভরদ্বাজ শ্রী অরবিন্দের দৃষ্টিতে গীতার ষষ্ঠ অধ্যায় নিয়ে ধারাবাহিক প্রবচন প্রদান করবেন। অনুষ্ঠান নিয়ে খবরের ঘন্টার কাছে বক্তব্য মেলে ধরেন চন্দ্রকান্ত মোহতা সহ অন্যরা।

'শুধু পতাকা নয়, স্বাধীনতার স্বাদ পৌঁছাক প্রতিটি মানুষের ঘরে'

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ স্বাধীনতা দিবস মানেই শুধু জাতীয় পতাকা উত্তোলন বা মিষ্টি-চকোলেট বিতরণ নয়। প্রকৃত স্বাধীনতার অর্থ কী, সেই বার্তাই তুলে ধরলেন এক ব্যতিক্রমী শিক্ষক। তাঁর মতে, স্বাধীনতার প্রকৃত মূল্য তখনই উপলব্ধি হবে, যখন দেশের প্রতিটি মানুষ সম্মান ও ন্যূনতম জীবনযাপনের অধিকার পাবে। আসন্ন ১৫ আগস্ট ভারতের ৭৯তম স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে স্বাধীনতার প্রকৃত তাৎপর্য নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিলেন শিলিগুড়ি মহকুমার বিধাননগরের মুরালীগঞ্জ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সামসুল আলম। তিনি বলেন, ভারতকে স্বাধীন করার সংগ্রামে হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান-সহ বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষ বিভেদ ভুলে একসঙ্গে লড়াই করেছিলেন। অসংখ্য শহিদের আত্মত্যাগ ও রক্তের বিনিময়েই দেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে।

তাঁর বক্তব্য, বর্তমান প্রজন্মের কাছে স্বাধীনতা দিবসের প্রকৃত ইতিহাস ও মূল্যবোধ তুলে ধরা অত্যন্ত জরুরি। শুধু উচ্চশিক্ষা বা বড় ডিগ্রি অর্জনই জীবনের লক্ষ্য হতে পারে না; একজন দায়িত্বশীল, মানবিক ও সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠাই সবচেয়ে বড় শিক্ষা।

সামসুল আলম আরও বলেন, যে শিশু অভুক্ত অবস্থায় বিদ্যালয়ে আসে, কিংবা প্রার্থনার সময় ক্ষুধার কারণে অসুস্থ হয়ে পড়ে, তার কাছে স্বাধীনতা দিবসের আনন্দ অর্থহীন হয়ে যায়। তাই ১৫ আগস্টের উদযাপন কেবল আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ না রেখে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের জীবনমান উন্নয়নের দিকেও সমান গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। তিনি বলেন, দেশের স্বাধীনতার সুফল তখনই সত্যিকার অর্থে সবার কাছে পৌঁছাবে, যখন একজন ক্ষুধার্ত শিশু, একজন দিনমজুর বা একজন রিকশাচালকও মর্যাদা, নিরাপত্তা ও সমান সুযোগের স্বাদ পাবে। সেই অবস্থাকেই তিনি প্রকৃত স্বাধীনতার প্রতীক বলে উল্লেখ করেন। বর্তমান সমাজব্যবস্থা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন এই প্রধান শিক্ষক। তাঁর কথায়, স্বাধীনতার এত বছর পরও তদন্তকারী সংস্থার অভিযানে বিপুল পরিমাণ অর্থ উদ্ধারের ঘটনা সামনে আসছে, অথচ এই অর্থ শেষ পর্যন্ত সাধারণ মানুষেরই সম্পদ। তাই দুর্নীতিমুক্ত, ন্যায়ভিত্তিক ও মানবিক সমাজ গড়ে তোলার মধ্য দিয়েই স্বাধীনতার প্রকৃত মর্যাদা রক্ষা করা সম্ভব বলে তিনি মন্তব্য করেন।

মার্কশিট নয়, মানুষ গড়াই আসল শিক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন একজন ভালো মানুষ তৈরি করাই শিক্ষার সবচেয়ে বড় লক্ষ্য।প্রতিটি শিশুর মধ্যেই লুকিয়ে থাকে অনন্য প্রতিভার বীজ। নৈতিকতা, শৃঙ্খলা ও স্বপ্ন দেখানোর শিক্ষাই বদলে দিতে পারে ভবিষ্যৎ। সেই দর্শনকে বাস্তবে রূপ দিয়ে নজির গড়েছে শিলিগুড়ি মহকুমার বিধান নগরে অবস্থিত মুরালীগঞ্জ হাইস্কুল। শুধু পরীক্ষার নম্বর নয়, একজন শিক্ষার্থীর চরিত্র, নৈতিক মূল্যবোধ এবং শৃঙ্খলাই তার প্রকৃত পরিচয়; এমনই বার্তা দিলেন মুরালীগঞ্জ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক তথা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সামসুল আলম। তাঁর মতে, একটি শিশুকে বড় স্বপ্ন দেখতে শেখাতে হবে। সেই সঙ্গে পরিবারকেও ইতিবাচক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হতে হবে, কারণ একজন ভালো মানুষের ভিত্তি তৈরি হয় পরিবার ও বিদ্যালয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়। তিনি বলেন, আজ যে ছাত্র বা ছাত্রী হয়তো শ্রেণিকক্ষের পিছনের বেঞ্চে বসে, ভবিষ্যতে সে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার না হলেও একজন সফল ফুটবলার, শিল্পী কিংবা অন্য কোনো ক্ষেত্রে উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠতে পারে। তাই কোনো শিশুর সম্ভাবনাকে কখনও ছোট করে দেখা উচিত নয়।প্রত্যেকের মধ্যেই রয়েছে নিজস্ব প্রতিভা, আর সেই প্রতিভা বিকশিত হওয়ার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করাই শিক্ষকদের দায়িত্ব।

এই আদর্শকে সামনে রেখেই সহকর্মী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে নিয়ে মুরালীগঞ্জ হাইস্কুলকে দেশের অন্যতম মডেল সরকারি বিদ্যালয়ে পরিণত করেছেন সামসুল আলম। বর্তমানে বিদ্যালয়ের নিজস্ব ১৪টি বাস রয়েছে, যা প্রতিদিন গ্রামাঞ্চল থেকে শিক্ষার্থীদের নিরাপদে স্কুলে নিয়ে আসে এবং আবার বাড়ি পৌঁছে দেয়। বিদ্যালয়ে গড়ে উঠেছে শিশু-বান্ধব পরিবেশ, পরিচ্ছন্ন ক্যাম্পাস এবং আন্তরিক শিক্ষার আবহ। শিক্ষক-শিক্ষিকারা শিক্ষার্থীদের নিজের সন্তানের মতো স্নেহ ও যত্নে গড়ে তুলতে নিরলসভাবে কাজ করছেন। সামসুল আলমের দাবি, এসব উদ্যোগের ফলেই একটি সরকারি বিদ্যালয় হয়েও মুরালীগঞ্জ হাইস্কুল আজ বহু বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের সঙ্গে সমান তালে প্রতিযোগিতা করে সাফল্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

অঙ্ককে আনন্দে শেখানোর মন্ত্রে আজও সক্রিয় স্বপনেন্দু নন্দী

নিজস্ব প্রতিবেদন অবসর নিয়েছেন অনেকদিন, কিন্তু থেমে যায়নি তাঁর শিক্ষাদানের পথচলা।

শ্রেণিকক্ষের গণ্ডি পেরিয়ে আজও শিশু-কিশোরদের কাছে অঙ্ককে সহজ ও আনন্দময় করে তুলতে ছুটে চলেছেন তিনি।

অঙ্ক শেখানোর তাঁর অভিনব পদ্ধতির গল্প শুনলে অবাক হতেই হয়।

শিলিগুড়ির সুকান্ত পল্লীর বাসিন্দা এবং হায়দরপাড়া বুদ্ধভারতী হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক স্বপনেন্দু নন্দী অবসর-পরবর্তী জীবনেও শিক্ষার আলো ছড়িয়ে চলেছেন। বিশেষ করে গণিতকে ছাত্রছাত্রীদের কাছে সহজ, বোধগম্য ও আকর্ষণীয় করে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন জায়গায় তিনি নিয়মিত আলোচনা ও ক্লাস পরিচালনা করছেন।

নিজের দীর্ঘ শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে তিনি জানান, শুধু বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ না রেখে বাস্তব জীবনের সঙ্গে অঙ্ককে যুক্ত করেই তিনি পড়াতে ভালোবাসতেন। বর্ষাকালে কাগজের নৌকা বানিয়ে নর্দমার জলে ভাসিয়ে তার গতিবেগ নির্ণয়ের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের অঙ্ক শেখানোর অভিনব পদ্ধতি ছিল তাঁর অন্যতম আকর্ষণ।

হাসিমুখে তিনি বলেন, অঙ্ক আর মাংস; দুটোই যত বেশি কষবে, ততই ভালো। তাঁর মতে, নিয়মিত অনুশীলন ও বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে গণিতের ভয় দূর করা সম্ভব।

অভ্যাস-যোগ এবং বৈরাগ্যের মাধ্যমে আগুনরুপী মনকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব, শিলিগুড়িতে গীতা জ্ঞান প্রবাহ

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃমনই মানুষের সবচেয়ে বড় বন্ধু, আবার সবচেয়ে বড় শত্রুও। অনিয়ন্ত্রিত মন কামনা, ভয়, আসক্তি, ক্রোধ ও দুঃখের আগুনে মানুষকে দগ্ধ করে। কিন্তু এই মনকে দমন নয়, বরং শুদ্ধ ও ঈশ্বরমুখী করাই গীতার শিক্ষা।

গীতার ষষ্ঠ অধ্যায় ধ্যানযোগ-এ অর্জুন বলেন, মন অত্যন্ত চঞ্চল, অস্থির ও দুর্নিবার। একে নিয়ন্ত্রণ করা যেন বায়ুকে ধরে রাখার মতোই কঠিন। তখন শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দেন;ক্ষ্মঅসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।

অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে।। (গীতা ৬.৩৫)

অর্থাৎ, হে অর্জুন, মন অবশ্যই চঞ্চল এবং নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। কিন্তু অভ্যাস বা অভ্যাসযোগ ও বৈরাগ্যের মাধ্যমে তাকে আয়ত্ত করা সম্ভব।

শ্রী অরবিন্দ এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলেন, অভ্যাস মানে শুধু ধ্যানে বসা নয়; প্রতিদিন নিজেকে সত্য, শুভ ও ঈশ্বরমুখী জীবনের দিকে ফিরিয়ে আনার নিরন্তর প্রচেষ্টা। আর বৈরাগ্য মানে সংসার ত্যাগ নয়; ফলের প্রতি আসক্তি, অহংকার, লোভ ও স্বার্থপরতা থেকে ধীরে ধীরে মুক্ত হওয়া।

এই অভ্যাসের মধ্যে থাকতে পারে--নিয়মিত ধ্যান ও প্রার্থনা, গীতা, উপনিষদ বা মহাপুরুষদের বাণী পাঠ,দান, সেবা ও মানবকল্যাণের কাজ,

ভালো কাজকে উৎসাহ দেওয়া,সৎ ও মহৎ মানুষের সঙ্গ গ্রহণ বা সৎসঙ্গ,নিজের চিন্তা, বাক্য ও কর্মকে শুদ্ধ করার প্রতিদিনের অনুশীলন।

শ্রী অরবিন্দের মতে, যখন মন বারবার বাইরের আকর্ষণ থেকে সরে নিজের অন্তরে অবস্থানকারী আত্মার দিকে ফিরে আসে, তখন মানুষের চেতনা ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হতে শুরু করে। তখন মন আর আগুন হয়ে মানুষকে পোড়ায় না; বরং আত্মার আলোয় আলোকিত হয়ে শান্তি, শক্তি ও আনন্দের বাহন হয়ে ওঠে।

সুতরাং শ্রী অরবিন্দের দৃষ্টিতে গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের মূল শিক্ষা হলো; মনকে জোর করে দমন করা নয়, বরং অভ্যাস, বৈরাগ্য, সৎসঙ্গ, সেবা ও ঈশ্বরচিন্তার মাধ্যমে তাকে আত্মার দিকে পরিচালিত করাই প্রকৃত যোগ এবং প্রকৃত মুক্তির পথ।

শুক্রবার শিলিগুড়ি খালপাড়ার অগ্রসেন ভবনে এ বিষয়ে সুন্দর ব্যাখা মেলে ধরেন আচার্য অখিলেশ্বরজী ভরদ্বাজ। ডিভাইন লাইফ ফাউন্ডেশন রাজীব জৈন মেমোরিয়াল ট্রাস্ট এর সহযোগিতায় এই গীতা জ্ঞান প্রবাহ আয়োজন করেছে । সেখানে মহান শাস্ত্রজ্ঞ ও পন্ডিত আচার্য অখিলেশ্বরজী ভরদ্বাজ শ্রী অরবিন্দের দৃষ্টিতে গীতার ষষ্ঠ অধ্যায় থেকে শুক্রবার ওই বক্তব্য মেলে ধরেন। ২ আগস্ট থেকে শুরু হয় এই অনুষ্ঠান, চলে ৮ আগস্ট পর্যন্ত। আচার্য অখিলেশ্বরজী ভরদ্বাজ সঙ্গীতের সঙ্গে এমন ভাবে গীতার বিভিন্ন দিক সহজেই ব্যাখা করছেন যা সকলের মধ্যে দাগ কাটছে। প্রবচন শুরুর আগে বিশিষ্ট অরবিন্দ অনুরাগী সঞ্জয় গোলেচার গভীর সব আধ্যাত্মিক প্রশ্নেরও সহজ সরল জবাব দেন আচার্য অখিলেশ্বরজী। শুক্রবার সঞ্জয় গোলেচা তার প্রয়াত ভাই রাজীব জৈন এর প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসা নিবেদন করে একটি কবিতাও পাঠ করেন।

উন্নয়ন শুধু অবকাঠামোয় নয়, চাই মানবিকতারও বিকাশ বললেন সুব্রত দত্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ রাস্তা, সেতু, ভবন; উন্নয়নের দৃশ্যমান চিত্র আজ সর্বত্র। কিন্তু একজন মানুষ যদি প্রকৃত শিক্ষা ও মানবিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ না হন, তবে সেই উন্নয়ন কতটা অর্থবহ?

স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে এমনই গুরুত্বপূর্ণ বার্তা তুলে ধরলেন শিলিগুড়ির বিশিষ্ট সাহিত্য ও সংস্কৃতিপ্রেমী ব্যক্তিত্ব সুব্রত দত্ত।

দেশের উন্নয়ন শুধু অবকাঠামো নির্মাণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। রাস্তা, সেতু, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা অন্যান্য প্রকল্প যতই গড়ে উঠুক না কেন, যদি মানুষের মধ্যে মানবিক চেতনা, নৈতিক মূল্যবোধ এবং দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার মানসিকতা তৈরি না হয়, তবে সেই উন্নয়ন কখনও পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না; এমনই মত প্রকাশ করেছেন সুব্রত দত্ত।

তিনি বলেন, প্রকৃত স্বাধীনতার সার্থকতা তখনই, যখন দেশের মানুষ প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সুনাগরিক হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলবেন। সমাজে মানবিকতা, সহমর্মিতা, সততা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার বিকাশ ঘটলেই একটি জাতির প্রকৃত অগ্রগতি সম্ভব।

শোক কাটাতে রচনাত্মক কাজে যুক্ত হওয়ার পরামর্শ আচার্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ অকালে সন্তান হারানোর শোক ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। কিন্তু সেই অসহনীয় যন্ত্রণা নিয়েও কীভাবে জীবনকে আবার এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব? খবরের ঘন্টার এমনই এক প্রশ্নের উত্তরে গীতা ও রামায়ণের আলোকে মূল্যবান দিকনির্দেশ দিলেন আচার্য অখিলেশ্বরজী ভরদ্বাজ। শিলিগুড়ির খালপাড়া অগ্রসেন ভবনে ডিভাইন লাইফ ফাউন্ডেশন, রাজীব জৈন মেমোরিয়াল ট্রাস্টের সহযোগিতায় আয়োজিত 'শ্রী অরবিন্দের দৃষ্টিতে গীতা জ্ঞান প্রবাহ' অনুষ্ঠানে প্রতিদিনের প্রবচনের পাশাপাশি বিভিন্ন আধ্যাত্মিক প্রশ্নের উত্তর দেন হরিদ্বার থেকে আগত আচার্য অখিলেশ্বরজী ভরদ্বাজ। শুক্রবার খবরের ঘন্টার পক্ষ থেকে জানতে চাওয়া হয়; কোনো পিতা-মাতা যদি অকালে পুত্র বা কন্যা সন্তানকে হারান, তবে সেই গভীর শোক কীভাবে সামাল দেওয়া সম্ভব? এর উত্তরে আচার্যজি গীতা ও রামায়ণের আলোকে বলেন, এই পৃথিবীতে আমরা প্রত্যেকেই ক্ষণিকের যাত্রী। কেউ আগে চলে যায়, কেউ পরে। জন্ম-মৃত্যুর এই চিরন্তন সত্যকে উপলব্ধি করেই জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়। তিনি বলেন, প্রিয় সন্তানের স্মৃতি স্বাভাবিকভাবেই হৃদয়ে থাকবে। কিন্তু সারাক্ষণ সেই স্মৃতির মধ্যে ডুবে থাকলে শোক ও মানসিক যন্ত্রণা আরও বাড়ে। তার প্রভাব পরিবার ও দৈনন্দিন জীবনের ওপরও পড়ে। তাই বারবার শোককে মনে জাগিয়ে না রেখে ধীরে ধীরে মনকে রচনাত্মক ও সৃজনশীল কাজে নিয়োজিত করার চেষ্টা করা উচিত। আচার্য অখিলেশ্বরজী ভরদ্বাজের মতে, সমাজসেবা, সৃজনশীল কর্মকাণ্ড, ঈশ্বরের নাম শ্রবণ, গীতা পাঠ, ভজন বা হরিনাম কীর্তনের মতো আধ্যাত্মিক অনুশীলন মানুষের অন্তরের শক্তি বৃদ্ধি করে। এসব কর্মকাণ্ড শোককে অস্বীকার করে না, বরং সেই শোকের মধ্য দিয়েই নতুনভাবে জীবনকে গ্রহণ করার সাহস জোগায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বহু শ্রোতা তাঁর এই মানবিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাকে গভীর মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং জীবনের কঠিন সময়ে গীতার শিক্ষা যে মানসিক শক্তির উৎস হতে পারে, সে কথাই নতুন করে উপলব্ধি করেন।

মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু হলো নিয়ন্ত্রণহীন মন,শিলিগুড়িতে গীতা জ্ঞান প্রবাহ

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শ্রী অরবিন্দের দৃষ্টিতে গীতার ষষ্ঠ অধ্যায় বা ধ্যানযোগে মূল বিষয় হল মনকে জয় করে আত্মার উপলব্ধি। শ্রী অরবিন্দ বলেছেন, মানুষের সবচেয়ে বড় বন্ধু যেমন মন, তেমনি নিয়ন্ত্রণহীন মনই মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু। মানুষের মন স্বভাবতই চঞ্চল। কখনও অতীতের স্মৃতিতে, কখনও ভবিষ্যতের চিন্তায়, কখনও কামনা-বাসনায়, কখনও ভয় বা লোভে সে ছুটে বেড়ায়। তাই মানুষ নিজের অন্তরের শান্তি অনুভব করতে পারে না। অথচ প্রত্যেক মানুষের অন্তরে বিরাজ করেন পরমাত্মার অংশ, সেই চৈত্যপুরুষ বা অন্তর্সত্তা। কিন্তু মন বাইরে ছুটে চলার কারণে সেই অন্তরের আলোর সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে না।

শ্রী অরবিন্দের মতে, মনকে জোর করে দমন করা যায় না। তাকে বুদ্ধি, বিবেক, ধৈর্য ও নিয়মিত সাধনার মাধ্যমে ধীরে ধীরে অন্তরমুখী করতে হয়। যখনই মন বাইরের বিষয়ে ছুটে যায়, তখনই তাকে শান্তভাবে আবার নিজের অন্তরে ফিরিয়ে আনতে হবে। এই অভ্যাসই ধ্যানের প্রকৃত ভিত্তি। তিনি আরও বলেন, আত্মার কাছে পৌঁছানো মানে সংসার ত্যাগ করা নয়। বরং সংসারের মধ্যেই নিজের কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে হবে। গীতা তাই কর্মযোগের শিক্ষা দেয়। অর্থাৎ কর্ম করব, কিন্তু কর্মের ফলের প্রতি আসক্ত হব না। প্রতিটি কাজ ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিবেদন করব। অফিস, ব্যবসা, সমাজসেবা, পরিবার;সব ক্ষেত্রেই নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করব, কিন্তু মনে অহংকার বা স্বার্থপরতা রাখব না। যখন মন ধীরে ধীরে আত্মার আলোর সংস্পর্শে আসে, তখন মানুষের মধ্যে এক অসাধারণ পরিবর্তন ঘটে। রাগ, হিংসা, লোভ, ভয়, অস্থিরতা কমতে থাকে। তার পরিবর্তে আসে শান্তি, প্রেম, সহানুভূতি, সত্যনিষ্ঠা ও নিঃস্বার্থ সেবার মনোভাব। তখন মানুষ সাধারণ মানবজীবন থেকে দেবত্বের পথে অগ্রসর হয়। দেবত্ব বলতে অলৌকিক শক্তি নয়; বরং মানুষের মধ্যে ঈশ্বরীয় গুণের বিকাশ।

শ্রী অরবিন্দের ভাষায়, যোগের উদ্দেশ্য কেবল নিজের মুক্তি নয়, নিজের চেতনার পরিবর্তনের মাধ্যমে পৃথিবীতেও ঈশ্বরীয় চেতনার প্রকাশ ঘটানো। তাই তিনি ধ্যান, কর্ম ও ভক্তিকে আলাদা করেননি। এই তিনটির সমন্বয়েই মানুষের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব। সহজ ভাষায় এর মূল শিক্ষা হলো--মন চঞ্চল, তাই তাকে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন।

বুদ্ধি, ধৈর্য ও নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে মনকে অন্তরমুখী করতে হবে।প্রত্যেক মানুষের অন্তরে পরমাত্মার আলো বিরাজমান।

সংসার ছেড়ে নয়, সংসারের মধ্যেই নিষ্কামভাবে কর্তব্য পালন করতে হবে।কর্মের সঙ্গে ঈশ্বরস্মরণ ও ভক্তি যুক্ত থাকলে কর্মই সাধনায় পরিণত হয়। মন আত্মার সঙ্গে যুক্ত হলে মানুষের মধ্যে শান্তি, প্রেম, সত্য ও করুণার বিকাশ ঘটে;এটাই দেবত্বের পথে অগ্রসর হওয়া। শ্রী অরবিন্দের দৃষ্টিতে গীতার ষষ্ঠ অধ্যায় আমাদের শেখায়;মনকে জয় করাই প্রকৃত বিজয়। ধৈর্য, বিবেক, ধ্যান, নিষ্কাম কর্ম এবং ঈশ্বরভক্তির সমন্বয়ে মানুষ নিজের অন্তর্নিহিত দেবত্বকে প্রকাশ করতে পারে। তখন জীবন শুধু ব্যক্তিগত সাফল্যের জন্য নয়, সমগ্র মানবকল্যাণের জন্য অর্থবহ হয়ে ওঠে।

শিলিগুড়ি খালপাড়ার অগ্রসেন ভবনে চলতে থাকা গীতা জ্ঞান প্রবাহের পঞ্চম দিনে এই বক্তব্যের ব্যাখা মেলে ধরলেন হরিদ্বার থেকে আগত বিশিষ্ট অরবিন্দ অনুরাগী আচার্য অখিলেশ্বরজী ভরদ্বাজ। ডিভাইন লাইফ ফাউন্ডেশন এবং রাজীব জৈন মেমোরিয়াল ট্রাস্ট এই গীতা জ্ঞান প্রবাহের আয়োজন করে।শ্রী অরবিন্দের দৃষ্টিতে গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়, এই বিষয়ে আলোচনা চলে ৮ আগস্ট পর্যন্ত। প্রতিদিন বিকালে আচার্য অখিলেশ্বরজী ভরদ্বাজ এর প্রবচন শুরুর আগে বিশিষ্ট অরবিন্দ অনুরাগী সঞ্জয় গোলেচা গভীর সব আধ্যাত্মিক প্রশ্ন তুলে ধরেন।আর তার উত্তরও সুন্দর করে বুঝিয়ে দেন আচার্য অখিলেশ্বরজী। প্রবচনের সঙ্গে ভজন কীর্তনের মাধ্যমে তিন চার ঘন্টা প্রতিদিন বিকালে কখন পার হয়ে যায় কেও টের পান না।ডিভাইন লাইফ ফাউন্ডেশন এবং তাদের অদিতি শক্তি পুঞ্জের মাতৃ শক্তি বাহিনী যেভাবে আন্তরিক ভাব সব অতিথিদের আপ্যায়ন করেন,যেভাবে সেখানকার পরিবেশ ভক্তিরস এবং সৃজনশীলতায় ভরে ওঠে তা এককথায় অতুলনীয়। আচার্য অখিলেশ্বরজী ভরদ্বাজও এই উদ্যোগের তারিফ করেন বারবার।

কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা

(দ্বিতীয় অধ্যায় --৩৪)

'বেটা সাধনা তো ম্যায় সিদ্ধি প্রাপ্তিকে লিয়ে নহি করতা হুঁ ফির কিঁউ লগে হুয়ে হ্যায়।' মেরি সাধন সির্ফ উনকে সাথ জুড়ে রহেনেকে লিয়ে। যবতক সাধন হ্যায় তবতক ইয়হ শরীর চলেগি। যিসদিন সাধনা রুক যায়েগী , সাঁস ভি রুক যায়গী। শরীর পঞ্চভূত সে বনী হ্যায় ফির উসী পঞ্চভূত মে লীন হো যায়গী। গঙ্গার জলের দিকে তাকিয়ে বললেন--যবতক ইয়হ জলকি ধারা বহেগি তবতক গঙ্গা রহেগি। বেটা কর্মকে লিয়ে শরীর হ্যায়, শরীরকে লিয়ে কর্ম নহি। কর্ম এক অমর মাধ্যম হ্যায়। ইয়হ কর্ম সারা বিশ্ব ব্রহ্মান্ডকো এক নিয়মসে নিয়ন্ত্রিত কর রহা হ্যায়। কর্ম রুক জানে সে ইয়হ সৃষ্টি , ইয়হ ব্রহ্মান্ড লুপ্ত হো যায়গী।" কথাগুলো কিছুদিন পূর্বে ঋষিকেশের গঙ্গার ধারে এক সাধু মহারাজ বলেছিলেন। --মুসাফীর।)

(গত সংখ্যার পর)

তোর আর কতদিন বাকি রয়েছে মেইন স্ট্রিমে ফিরতে? অভি বললো আর তিন মাসে। বন্ধু একটা অসুবিধা দেখা দিয়েছে আমার প্রথম পোস্টিংটা লন্ডন এমবাসিতে হয়েছে। তাতে কি হয়েছে? আরে বুনীতো ওখানেই থাকে। তোর মধ্যে কি এখানো বুনী আছে। দ্যাখ সুফী আমার কৈশবের প্রারম্ভের প্রেম বুনী এবং কৈশোরের শেষেও বুনী। ওটা এখনো উপড়ে ফেলতে পারিনি, তবে আমি এখনকার যে বুনী তাকে চিনি না। অনুকে বলেছিলাম এ বিষয়ে , কি বলেছে জানিস। বলেছে কৈশোরের প্রেমকে সজনে রেখে দাও কারন ওই প্রেমটিই তোমাকে আমার কাছে নিয়ে এসেছে।আমার ও অনুর সম্পর্ক খুবই স্বচ্ছ একেবারে ক্রীস্টাল ক্লীয়ার। আমি অনেস্টলি বলছি অনুরাধা আমাকে নতুন করে বাঁচতে শিখিয়েছে। আমি একটা খুব অনুতাপমূলক দুঃখ বয়ে বেড়াতাম। কেবলই মনে হতো মার অসময়ে চলে যাওয়ার জন্য আমি দায়ী।কারন বুনী চলে যাওয়াতে মনে হয়েছিল ওকে ছাড়া বাঁচবো না। মুখে সেটা বলেওছি। আমার খালি মনে হতো মা আমার এই কথায় খুব আঘাত পেয়েছিল যার জন্য আমাকে ছেড়ে অসময়ে চলে গেছে। অনেক পরে পুরুলিয়া যাওয়ার আগের দিন কথা প্রসঙ্গে অনু বললো , ফুলদি একদিন এই প্রসঙ্গে আমাকে বলেছে বাবু যখন বুঝতে পারবে ছোটবেলার ভালোবাসা বেশির ভাগ সময় বড় হওয়ার পথে সহায় হয় না। তখন দেখিস তোর মূল্যায়নটা ঠিক ও করতে পারবে। (ক্রমশ)

দেশসেবাই ঈশ্বরসেবা, মানবসেবায় 'এন্ড স্মাইল'

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ স্বাধীনতা দিবস শুধু ১৫ আগস্টে নয়, মানুষের পাশে দাঁড়ানোর প্রতিটি দিনেই দেশসেবার সুযোগ;এই বিশ্বাসকে সামনে রেখে কাজ করে চলেছে শিলিগুড়ির 'এন্ড স্মাইল সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি'। অসহায় মানুষের মুখে হাসি ফোটানো, খাবার পৌঁছে দেওয়া থেকে শুরু করে প্রবীণদের আশ্রয়;নানা মানবিক উদ্যোগে নিরন্তর এগিয়ে চলেছেন সংস্থার সদস্যরা। ২০১৯ সালে বিএসএফের ফুটবল প্রশিক্ষক নবকুমার বসাকের হাত ধরে পথচলা শুরু হয় এই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার। শিলিগুড়ির নীলনলিনী হাইস্কুলে পড়ার সময় থেকেই ফুটবলের প্রতি গভীর অনুরাগ ছিল নবকুমারবাবুর। পরবর্তীতে তাঁর ক্রীড়া প্রতিভা জাতীয় স্তর পর্যন্ত পৌঁছয়। ফুটবলে অসাধারণ দক্ষতার সুবাদেই বিএসএফে চাকরির সুযোগ পান তিনি।

বিএসএফে ফুটবল প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দেশ ও মানুষের জন্য কিছু করার তাগিদ থেকেই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন নবকুমারবাবু ও তাঁর সহযোগীরা। এরপর থেকেই নানা সামাজিক ও মানবিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে 'এন্ড স্মাইল সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি'। বর্তমানে প্রতি রবিবার শিলিগুড়ির বিভিন্ন এলাকায় রাস্তার ধারে পড়ে থাকা অসহায় ও আর্ত মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছেন সংস্থার সদস্যরা। তাঁদের পরিচ্ছন্ন করে দেওয়া, প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী পৌঁছে দেওয়া এবং মানবিক সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেওয়াই হয়ে উঠেছে নিয়মিত কর্মসূচি।

শুধু এখানেই থেমে নেই তাঁদের উদ্যোগ। শিবমন্দির এলাকায় উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পিছনে 'আশ্রয়' নামে একটি বৃদ্ধাশ্রমও পরিচালনা করছে সংস্থাটি। সেখানে প্রবীণ মানুষদের জন্য নিরাপদ আশ্রয় ও প্রয়োজনীয় সহায়তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। নবকুমার বসাকের কথায়, ত১৫ আগস্ট আমাদের কাছে শুধু একটি দিনের স্বাধীনতা দিবস নয়। মানুষের সেবা, অসহায়ের পাশে দাঁড়ানো এবং দেশের মানুষের জন্য কাজ করার মধ্যেই আমরা প্রতিদিন স্বাধীনতা দিবসের অর্থ খুঁজে পাই। মানুষের সেবার মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের সেবা;এই আদর্শকে সামনে রেখে 'এন্ড স্মাইল সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি'র এই নিরন্তর পথচলা নিঃসন্দেহে সমাজের জন্য এক ইতিবাচক বার্তা।

ভারতীয় সংস্কৃতির আলোয় এগিয়ে দার্জিলিং পাবলিক স্কুল

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ইংরেজি মাধ্যম, কিন্তু শিক্ষায় ভারতীয় শিকড়ের প্রতি গভীর টান। মাতৃভাষার মর্যাদা, ভারতীয় সংস্কৃতি ও পরম্পরার চর্চার পাশাপাশি পরিবেশরক্ষায় প্লাস্টিকমুক্ত ক্যাম্পাস; ভিন্ন ধারার চিন্তাভাবনায় এগিয়ে চলেছে দার্জিলিং পাবলিক স্কুল।

শিলিগুড়ি শহর লাগোয়া ফুলবাড়ি ব্যাটেলিয়ন মোড়ে অবস্থিত দার্জিলিং পাবলিক স্কুল শুধু পুঁথিগত শিক্ষার মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখেনি। আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে ভারতীয় মূল্যবোধ, সংস্কৃতি ও পরিবেশ সচেতনতার সমন্বয় ঘটিয়ে একটি ভিন্নধর্মী শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তুলেছে প্রতিষ্ঠানটি।

ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল হলেও এখানে মাতৃভাষাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। একইসঙ্গে বিদেশি সংস্কৃতির অনুকরণ নয়, ভারতীয় ঐতিহ্য, পরম্পরা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পড়ুয়াদের পরিচিত করে তোলার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রেও স্কুলটির রয়েছে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ। স্কুল চত্বরে প্লাস্টিকের ব্যবহার নিষিদ্ধ। এমনকী প্লাস্টিকের টিফিন বক্সে খাবার আনার অনুমতিও নেই। জন্মদিনে পড়ুয়াদের মধ্যে প্লাস্টিকে মোড়া চকোলেট বিতরণের ক্ষেত্রেও রয়েছে নিষেধাজ্ঞা। পুরনো বই পুনর্ব্যবহার বা রিসাইক্লিংয়ের ব্যবস্থাও রয়েছে স্কুলে।

আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গেও তাল মিলিয়ে চলছে শিক্ষা। পড়ুয়াদের জন্য রয়েছে এ আই ও রোবোটিক্স ক্লাস, যার মাধ্যমে প্রযুক্তিনির্ভর ভবিষ্যতের জন্য তাদের প্রস্তুত করার চেষ্টা চলছে।

২০০৬ সালে মাত্র ৩৪ জন ছাত্রছাত্রী এবং চারজন ফ্যাকাল্টি সদস্যকে নিয়ে পথচলা শুরু করেছিল দার্জিলিং পাবলিক স্কুল। সময়ের সঙ্গে সেই ছোট্ট পরিসর আজ অনেকটাই বিস্তৃত। বর্তমানে স্কুলে পড়াশোনা করছে প্রায় ২০০৫ জন ছাত্রছাত্রী, আর রয়েছেন ১০০ জনেরও বেশি ফ্যাকাল্টি সদস্য।

স্কুলের পরিকাঠামো ও পরিবেশও যথেষ্ট উন্নত। প্রতিষ্ঠানটির মোট জমির পরিমাণ ২৩ একরেরও বেশি হলেও স্কুলের বাউন্ডারি প্রায় ৬ একর জায়গাজুড়ে। পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর বিজয় কুমার শা সহ অন্য সকলে। পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা, সংস্কৃতি, শিল্পকলা ও অন্যান্য ক্ষেত্রেও স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা সুনাম অর্জন করছে। অর্থাৎ শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার পাশাপাশি তাঁদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের উপরও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

স্কুলের অধ্যক্ষা শ্রেয়া মিত্র বিশ্বাস বলেন, নিয়মশৃঙ্খলা, নিষ্ঠা, মূল্যবোধ এবং ভারতীয় শিক্ষাদর্শকে সঙ্গে নিয়েই এগিয়ে চলেছে দার্জিলিং পাবলিক স্কুল। আধুনিক শিক্ষার সুযোগের সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতি ও পরিবেশ সচেতনতার এই সমন্বয়ই প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম বিশেষ বৈশিষ্ট্য।